

উপজেলা ব্যবস্থা : উন্নয়ন সুখী প্রবাসনিক একক

এম, ফির তিগ্রীৱ জন্ম রচিত অতিসকর্ভ

GIFT

382781

মোহসেনা ষান
গ্ৰান্টবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ।

ঢাকা
কিব্দিয়ালয়
ক্ৰেডায়া

Dhaka University Library



382781

M.Phil.

382781

ঢাকা
বিদ্যালয়
কল্যাণ

কৃতজ্ঞতা স্মৃতি

এই পবেষণা কাজের জন্য যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও আনুগ্ৰিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।

পবেষণার কাজ করার সুযোগ দিয়ে এবং বৃত্তি প্রদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আমার প্রদেয় শ্রমিক জনাব এমাজ উদ্দীন আহমেদ সাহেবের সুযোগ্য তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় আমি আমার অন্তিমকর্তৃক রচনা করেছি। তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কণী।

আমার পিতার সহপাঠী শিল্প সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদেয় জনাব মোহাম্মদ মিরাজুদ্দীন সাহেবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি আমাকে বিভিন্ন সময়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে অত্যন্ত আনুগ্ৰিকতার সাথে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁর নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পবেষণা কাজের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সিরাজপা ও স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে অত্যন্ত আনুগ্ৰিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তাঁদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়া খামরাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য পরিষদ সদস্য পণ এবং সরকারী কর্মকর্তাগণ আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। চরিত্র কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমি খামরাই উপজেলার অধিবাসী-বৃন্দকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

382781

তারিখ ১৬ - ৫ - ৮১

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মোহাম্মদ হান

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় :	উন্নয়নের ধারণা	১
দ্বিতীয় অধ্যায় :	বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব এবং উন্নয়নশীল দেশে এর প্রয়োজনীয়তা	১২
তৃতীয় অধ্যায় :	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদ	২০
চতুর্থ অধ্যায় :	বানি ও উপজেলা প্রশাসন : খামরাই উপজেলা	৩২
পঞ্চম অধ্যায় :	উপসংহার	৭৯
গ্রন্থসংক্রান্ত :		৮০

382781



প্রথম অধ্যায়
=====

উন্নয়নের ধারণা

উন্নয়নকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Third New International Dictionary অনুযায়ী উন্নয়ন হচ্ছে, "প্রগতিশীল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একাগত অগ্রসরণ বা বৃদ্ধি।"^১ আধুনিকীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে, "দিল্লীমুত, নগরভিত্তিক, শিকিত এবং অংশ-গ্রহণকারী"^২ সমাজই হচ্ছে উন্নত সমাজ। অস্ট্রেলিয়ান শব্দকোষ প্রথম পর্যায় থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাহায্যে উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ধারণানুযায়ী সমাজের মধ্য যখন বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে "জনগণের জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়"^৩ উপনীত হয় তখন সেই সমাজ উন্নয়নের ^{সম্পূর্ণ} পৌঁছিয়ে বলে মনে করা হবে। আর কোন সমাজে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুশাসিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই "রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন, সমাজ স্থিতিশীল এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন"^৪ সূচিত হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বর্তমান পর্যায়ের ৬০ এর দশক পর্যন্ত এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উন্নয়ন কৌশল অনুসৃত হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী মোট জাতীয় উৎপাদন ৩ মাঝখিন্ড আয় বৃদ্ধিই উন্নয়নের লক্ষ্য এবং এই প্রবৃদ্ধির সুযোগ সুবিধাসমূহ" আনবার একেই চাইলে বলে "দরিদ্র জনসমষ্টির জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনবে। কিন্তু ৬০ এর দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও এর ফলাফল দল সুন্নত জন-সাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েইনি বরং ধনী দরিদ্রের আয়ের ব্যবধান এবং দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বেড়েছে ব্যাপক ভাবে।" আনুষ্ঠানিক মেসে অসামান্য এবং জাতীয় মেসে দারিদ্র "^৫ এসব দেশের জনজীবনকে বিপর্যয় করে ফেলছে। এশীয় দেশগুলোতে এ সময় মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৪.৬% থেকে ৮.৪% এ বৃদ্ধি পেলেও ৭০ এর দশক তার প্রথম দিকে আনুষ্ঠানিক হারে

১। Charles K. Wilber & Kenneth P. Johnson, "Paradigms of Economic Development and beyond" in Charles K. Wilber (ed), Political Economy of Development and under development (3rd ed), Random House, Newyork, 1984), p.6.

২। Daniel Learner and W. Lucille Pevaner, The Passing of Traditional Society. (Illinois free press, Glencoe, 1958) P.50

৩। W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth (Cambridge University Press, 1968) P. 10.

৪। Everett E. Hagen, On The Theory of Social Change, (Chambridge University Press, 1968), P.50.

৫। Keith Griffin, "Economic Development in a Changing World" in World Development, VOL-9, 1981.

দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে ৩৫% থেকে ৭০% এর মধ্যে।^৬ এই অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রযুক্তির সাথে সাথে সমতার তির্যকে বন্ধনের প্রসূতি আলোচনায় আসে। এই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে Dudley Seers তিনটি প্রশ্ন রেখেছেন।^৭ "দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে কি ঘটছে? বেকারত্বের ক্ষেত্রে কি ঘটছে? অসামান্যের ক্ষেত্রে কি ঘটছে?" এই তিনটি প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরের প্রেক্ষিতে তিনি উন্নয়নের চারটি পর্যালোচনা করেন। তার মতে, এই তিন অবস্থা থেকে উত্তরণের মাধ্যমেই উন্নয়ন অর্জিত হবে। মাহবুবুল হক আরও একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার মতে "জনগণ প্রকৃত পক্ষে যা চায়"^৮ বা তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণিত হওয়া উচিত। কাজেই উন্নয়নে মূল্যবান প্রযুক্তির হারের সাথেই সম্পর্কিত নয়া বরং আগের সুখম বন্ধন এবং "সামাজিক ও কৃষ্টিগত পরিবর্তনের"^৯ সাথেও জড়িত। অর্থাৎ উন্নয়ন বলতে বোঝায় "পরিবর্তন এবং বৃদ্ধি"^{১০} উন্নয়ন হচ্ছে "সমাজের গতিশীল পরিবর্তন" বা সামগ্রিক বিহীন পরিবর্তন"^{১১} আবার উন্নয়নকে "সকল সমাজের এবং সমাজের সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পুনর্গত উৎকর্ষ সাধনের"^{১২} উপায় হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বর্তমানে বিস্তারিত উন্নয়নশীল দেশে দুটি "মৌলিক ও পরম্পর সম্পর্কিত লক্ষ্য প্রতিপত্তন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের"^{১৩} প্রতি পুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং এ সমসু দেশের উন্নয়নের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা লক্ষ্যের আলোকে উন্নয়নকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, উন্নয়ন হচ্ছে সকল পুরের জনসমষ্টির কল্যাণের

-
- ৬। Raj.Krishna, "Concepts in Policies of Rural Development" in Rural Development in Asia and the Pacific, Papers & Proceedings of the ADB Regional Seminar on Rural Development, Manila, Philippines October, 1984, Volume-1, P.2
- ৭। Dudley Seers "The Meaning of Development in Charles K. Wilber(ed), OP.cit. 3rd ed, P.7.
- ৮। Mahbubul Haque, "Employment in 705: A New Perspective" in Charles K. Wilber(ed), O.P.cit. 1st ed, P.268.
- ৯। Gerhard Colm and Theodore Geiger, "Country programming as a Guide to Development, in Development of the Emerging Countries: An Agenda for Research, (Brookings Institution, Washington 1962), P.47.
- ১০। Ibid. P.47.
- ১১। W.W. Rostow, OP.cit., P.4.
- ১২। Denis Goulet "Development ?.....or "Liberation " in Charles K. Wilber(ed), Op.cit., 3rd ed., P.462.
- ১৩। M.J. Esman, "The Role Politics of Development Administration "in Montgomery and Siffin(eds) Approaches to Development, (Mc Grow Hill Book Company, New York, 1966), P.59.

জন্য বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত এক সুগুরুত্বপূর্ণ ও সৃষ্টিমূলক সমষ্টিগত প্রক্রিয়া। দরিদ্র জনসমষ্টির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এর লক্ষ্য। সর্বসুখের জনগণের সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে সুযোগ সুবিধার সকলের মধ্যে সমতাবে বন্টন উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদ্যা যান চরম সারিস্বত্বের প্রেক্ষিতে যৌনিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি সম্প্রতি উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে বহুল ভাবে আলোচিত। Streeten এর মতে, সকল সুখের জনগণের যৌনিক চাহিদা পূরণই উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিদ্যা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ এসব যৌনিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত।^{১৮}

উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য দরিদ্র জনসমষ্টির জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন পঞ্চাদশম জনসমষ্টিতে উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা এবং শহর ও গ্রামের বিরাট ব্যবধান দূর করা। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শহর ও গ্রামের মধ্যে অসম বন্টন ব্যবস্থা এর অন্যতম প্রধান কারণ। এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আয়ের বিরাট ব্যবধান। "কি দশ ভাবে এশীয় দেশ-গুলোতে" গ্রামাঞ্চলের গড় আয় শহর অঞ্চলের আয়ের অর্ধেক বা তারও কম।^{১৯} এ সমস্যা দেশের গ্রামাঞ্চল দরিদ্র বেকারত্ব, রোগবাধি, অশিক্ষা, কুসংস্কার, জনসংখ্যার উচ্চহার, অসুস্থ্য করা বাসস্থান, অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি মানাবিধ সমস্যা জর্জরিত। এজন্য বর্তমানে গ্রামীণ জীবনকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।^{২০}

গ্রাম উন্নয়নের ধারণাটি অত্যন্ত সাম্প্রতিক। সাধারণ ভাবে গ্রাম উন্নয়ন বলতে বোঝায় গ্রামীণ জনগণের জীবন যাত্রার সকল সুখের মান উন্নয়ন। গ্রামের দরিদ্র জনসমষ্টির কল্যানের লক্ষ্যে তাদের মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছা বন্টন, অংশ গ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন ও এসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন গ্রাম উন্নয়নের ধারণার সাথে জড়িত। গ্রাম উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা গ্রামীণ জনগণকে তাদের পারিবারিকতার উপর নিয়ন্ত্রণ কমতা বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেয়, সেই সাথে এরূপ নিয়ন্ত্রণের মনে সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ ব্যাপক ভাবে বণ্টিত হয়।^{২১} এই

^{১৮} Keith Griffin & Ajit Kumar Ghose, "Growth and Impoverishment in the Rural Area of Asia" in Charles K. Wilber (ed), OP. Cit, 3rd ed, 1984, P. 249.

^{২১} Inayatullah (ed) Approaches to Rural Development, (Asia and Pacific Development Administrative Centre, Kuala Lumpur, Malaysia 1979), P. 11.

পারিপার্শ্বিকতা হচ্ছে ' ' রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও তৌত পরিবেশ " ।^{১৬} আর কমতা হতো ' ' রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হওয়ার সামর্থ ' ' ।^{১৭} সুতরাং গ্রাম উন্নয়নের ধারণাটি কমতার কাঠামোর সাথে যুক্ত।^{১৮}

Griffin গ্রাম উন্নয়নের তিনটি তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন।^{১৯} এগুলো হচ্ছে প্রযুক্তিগত, সংস্কারমূলক ও মৌলিক। প্রযুক্তিগত তত্ত্ব অনুযায়ী গ্রাম উন্নয়ন প্রকৃষ্টির কৌশলের সাথে জড়িত, সংস্কারমূলক তত্ত্ব প্রকৃষ্টির সাথে সমতার প্রযুক্তি জড়িত আর মৌলিক তত্ত্ব সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কমতার পুনর্কটনের কথা বলা হয়েছে।

১৯

Norman T. Uphoff এবং Milton J. Esman গ্রাম উন্নয়নের জন্য কয়েকটি আবশ্যিকীয় উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে সরকার ও জনগণের মিমিত মিমিত্রিয়োগ, প্রায়ের তুধিহমি ও দরিদ্র জনগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারী নীতি প্রণয়ন, কার্যকর প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, মাপসই প্রযুক্তি।

২০ মাধারণ ভাবে গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে :-

- ১) সামাজিক সেবামূলক, যেমন, স্কুল, হাসপাতাল, চিকিৎসা, পরিবার পরিকল্পনা।
- ২) তৌত কাঠামোগত, যেমন - সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- ৩) উৎপাদনমূলক, যেমন - কৃষি, মিল, পশুপালন, বন, মৎস্য মিল।

গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে নিম্ন সুর থেকে সংগঠিত করা প্রয়োজন। একটি অংশ গ্রহণক্ষমী প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। সরকারের

১৬ Ibid, P.11

১৭ Ibid, P.11.

১৮ Keith Griffin, The Political Economy of Agrarian Changes: An Essay on the Green Revolution, (Cambridge, Harvard University, 1974), pp. 198-203.

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিষ্ঠায় প্রায়শই পরিষ্ত জনসাধারণের স্বেচ্ছা সৃষ্টি করে, তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন এবং স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণ ও বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রশাসনই নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। জনগণকে প্রশাসনের সাথে যুক্ত না করলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সকল সুরে সমভাবে গৃহীত হবে না এবং এর সুফল সকল সুরের জনগণের মধ্যে সমভাবে বিস্তৃত হবে না। এজন্য প্রশাসনকে প্রত্যন্থ অক্ষমতা বিমুক্ত করা প্রয়োজন। প্রশাসনিক ব্যতিক্রম মাতে জনগণের কাছাকাছি যেতে পারেন সেজন্য গ্রামাঞ্চলে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন। এর ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত হতে পারে। গ্রামের শ্রেণীভিত্তিক সংগঠন ও বেসরকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনেও প্রশাসনিক কাঠামোর ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া জাতীয় স্কেলে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত পূরুষ্পূর্ণ। কেন্দ্রীয় প্রশাসন স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা অর্পনের মাধ্যমে জনগণকে নিম্নসুর থেকে সুসংহত করতে পারে। জাতীয় স্কেলে সৃষ্টির একটি অপরিসীম উপাদান হচ্ছে প্রশাসক ও জনগণের কাছাকাছি দূর করা, আর এটি সম্ভব হয় একটি জনপ্রতিবিধিযুক্ত, দুর্বীচিৎ, গতিশীল ও বৈধ প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশও বানাবিধ সমস্যা জর্জরিত। এখানকার প্রকট সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য। ১,৩০,১১৮ বর্ষ কিসলোমিটার আয়তন বিস্তীর্ণ এই দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ১৩০ মার্কিন ডলার।^{১৯} এই জনসংখ্যার ৮৭% গ্রামে বাস করে।^{২০} এই গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যার ৮০%ই দারিদ্র্য।^{২১} জমি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদের অসম বন্টন, অনুন্নত কৃষি বিদ্যাবস্থা, বুদ্ধির অভাব, মূল্য বিবিদ্যোগ, ঋণের সুবিধার অভাব প্রমূহের অর্থনৈতিক জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অধিকা, অশিক্ষিত, বেকরাজ, জনসংখ্যা ও বাসস্থান সম্পর্কিত গ্রামাঞ্চলে বিরাজ করছে চরম হতাশা বসনকারক অবস্থা। অধিকাংশ জনগণ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে। তাই আমাদের দেশের গ্রাম উন্নয়নের সকা হওয়া উচিত - প্রায়শ

- ১৯। Mir Mahfazul Haque, "Strategy For Development Projects in Bangladesh" in Rural Development in Asia and the Pacific, OP. cit. VOL-2, P. 1
- ২০। Ibid, P. 1.
- ২১। Ibid, P. 1.

জন সমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আমাদের অর্থনীতি গ্রাম নির্ভর, তাই জাতীয় উন্নয়নের প্রাথমিক ও প্রধান খণ্ড গ্রাম উন্নয়ন। এজন্য প্রত্যক্ষ অঞ্চলে উন্নয়নমুখী প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে সূচিত। এই লক্ষ্যে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। আমাদের এখানে সাম্প্রতিক কালের ~~কেন্দ্রীয়~~ ~~কালের~~ সংস্কার হচ্ছে উপজেলা ভিত্তিক প্রশাসনের প্রবর্তন।

ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই খানা এবং জেলা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। এজন্য এই খানা প্রশাসনের কাঠামো পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ শাসনামলেই খানা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী পরিচালনার জন্য সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর পদ প্রবর্তন করা হয়েছিলো এবং পাকিস্তান আমলে মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যয়ন, ১৯৫৯ এর মাধ্যমে খানা পর্যায়ে পুষ্ক স্থানীয় সরকার গঠনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে খানা পর্যায়ে খানা পরিষদ খানা সচিব ও খানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। যদিও এসব পদক্ষেপ উন্নয়নের লক্ষ্যেই গ্রহীত হয়েছিল কিন্তু এগুলো উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে খানা প্রশাসনের আঙ্গুল সংস্কার। তাই খানাকে উপজেলায় পরিণত করে এটিকে উন্নয়নমুখী ও অংশ-গ্রহণ মুখী প্রশাসনিক স্তরে পরিণত করার জন্য এর লক্ষ্য, কাঠামো ও কার্যবিধির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। উপজেলা বা বন্দায় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। যাতে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। এর পূর্বে প্রশাসনের এই স্তরে এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তখন খানা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন মহকুমা প্রশাসক। বর্তমান ব্যবস্থায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদের সেক্রেটারীত্ব পূর্ণ করবেন। উপজেলা পরিষদের উপর উপজেলার সব ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। পুষ্ক হিসাব সংরক্ষণ, ম্যাজিস্ট্রেটসী, পুলিশ, আদালত, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং পরিদেখান মূলক কাজ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এছাড়া প্রধান প্রধান কর্মসূচী সরকার কর্তৃক পরিচালিত হলেও সে সময় কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন উপজেলা চেয়ারম্যান। বিচার বা বন্দকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিটি উপজেলায় আদালত

স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে বিচারের জন্য জনগণকে জেলা পর্যায়ে যেতে হবে না। এ ছাড়া এই ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কর্মচার ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জনগণের কাছাকাছি থাকার ফলে সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে জনকল্যাণমূলক মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারবে। বর্তমানে গ্রামীণ জনগণের মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে। এখন তারা নিজেদের ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য সরকারী উদ্যোগের অপেক্ষায় থাকতে চায় না। তাই এই বিষয় পুরের জনসম্মিলিত উন্নয়ন কার্যে জড়িত করার জন্যই উৎসেলা ব্যবহার প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আর একটি দিক হচ্ছে প্রশাসনের রাজনীতিকীকরণ। রাজনীতিকীকরণের মাধ্যমেই প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ও বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যায়। স্থানীয় প্রশাসনের রাজনীতিকীকরণ ও পঞ্চাঙ্গীকরণের সাথে গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের বিষয়টিও জড়িত।

এই গবেষণার পুরুষ :

একটি গ্রাম প্রধান দের হিসাবে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন গ্রাম উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল এর পূর্বে গ্রাম উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রম পর্যবেক্ষিত হয়েছিল। এছাড়া যেসময় সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন মূখ্য সমস্যা বিরাজমান ছিল। গ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনাবিদ, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকারীদের ধারণা বাস্তব ছিল না। এই ব্যাপারে সূত্র ও নির্ভুল গবেষণার বিরূপ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্য হচ্ছে কর্মচার বিকেন্দ্রীকরণ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কৌশলে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই আমাদের দেশে প্রবর্তিত হয়েছে উৎসেলা ভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এটি একটি নতুন ব্যবস্থা এবং পূর্বের সমস্যা প্রশাসনিক সংস্কার থেকে কিছুটা তিনুত্তর। তাই এই ব্যবহার বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কিতাবে এটিতে আরও গণমুখীকরণে জেলা যায়, প্রশাসনে বিয়োজিত ব্যক্তি-বর্গের মানসিকতা কতটা উন্নয়নমুখী, প্রশাসনের বর্তমান কার্যকারিতা, সূচি-বিচারিত ও সীমাবদ্ধতা নির্ণয়, প্রশাসনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা জাতীয় কর্মচার কাঠামোর সাথে এর সম্পর্ক এ সমস্যা বিষয় গবেষণা সাপেক্ষ। বর্তমান প্রশাসন নির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু সক্ষম লাভ করবে তা নির্ভর করছে সূত্র গবেষণার উপর।

আমাদের দেশের গ্রাম উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি ও প্রশাসনিক সংস্কারের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক নিবন্ধ, গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রাম উন্নয়নের উপর তেমনি একটি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ - M.K. Alamgir এর 'Development Strategy for Bangladesh'

এতে গ্রাম উন্নয়নের কৌশল সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে। তবে দেশকর্ষ নির্ভর কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নপূর্বক গ্রামসীমা এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে ইটার আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। Hasnat Abdul Hye এর "Decentralisation Local Institution and Resource Mobilisation" গ্রন্থটিতে এশীয় দেশগুলোর বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর কিছুসংখ্যক তথ্য সমৃদ্ধ নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিবন্ধগুলোতে এ সমসু দেশের বিকেন্দ্রীকরণ প্রতিশ্রুতি, স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণের সাক্ষ্য, ব্যর্থতা এবং প্রতিবন্ধকতা সমূহের বিশদ আলোচনা রয়েছে এবং এর ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ ও প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণকে রাষ্ট্রীয় ক্রমতার কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত করে দেশের বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের উপর বিশেষ আলোচনা সমৃদ্ধ Yusuf Hayder রচিত "Development Through Upazila Way" গ্রন্থটিতেও একই বিষয় লক্ষ্যনীয়। সুধুমাত্র উপজেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকটিই জুড়ে ধরা হয়েছে। এসকল অসম্পূর্ণতাকে মনে রেখে আমি বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

গবেষণার মত :

আমার গবেষণা নিবন্ধে আমি বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট উপজেলার উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে এখানে অনুসৃত বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উন্নয়নমুখী ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণার মূল মত হচ্ছে গ্রাম উন্নয়ন তথা গ্রামের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে এই প্রশাসনের কার্যকারিতা। এই প্রশাসন পূর্বের প্রশাসনের চাইতে কতটা উন্নত ,

অর্থপ্রদানমুখী ও উন্নয়নমুখীসে সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করেই আমি সাম্প্রতিককালে প্রবর্তিত উপজেলা প্রশাসনের বিশ্লেষণ কাজে আগ্রহী হয়েছি। আমি এই বিষয়ে উপজেলা ব্যবস্থার মে দিকগুলোর উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেছি সেগুলো হচ্ছে :-

- ১) উপজেলা প্রশাসনের লক্ষ্য, কার্যাবলী ও ভূমিকা।
- ২) এই প্রশাসনের বর্তমান ভূমিকার মূল্যায়ন।
- ৩) এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করা।
- ৪) সমস্যা উত্তরণের জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ করা ও
- ৫) উপজেলা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্ভাবন্য সম্পর্কে আলোকপাত করা।

গবেষণা পদ্ধতি :

একটি উপজেলাকে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য আমি প্রথমে উপজেলা অফিসে সংরক্ষিত নথি ও নথি পত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছি। এছাড়া পত্র-পত্রিকা, প্রকাশিত গ্রন্থ ও বিভিন্ন সমূহ থেকেও খসড়া নিয়েছি। তবে মূল কথাটি হিসেবে আমি জরুরী পদক্ষেপকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেছি। সুষ্ঠুরূপে জরুরী চালানোর জন্য আমি প্রকৃৎমালা তৈরী করেছি - একটি উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য, আরেকটি পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্য এবং অপরটি সাধারণ জনগণের জন্য।

গবেষণা কেন্দ্র :

গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে আমি ঢাকা থেকে ২৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত খামরাই উপজেলাটি বেছে নিয়েছি। খামরাই উপজেলার পূর্বদিকে রূ. ১৫৬ সড়ক উপজেলা, পশ্চিমে

পাঁটুরিয়া উপজেলা, উত্তর দিকে হাংপাইল জেলাধীন মির্জাপুর উপজেলা ও পান্ডীপুর জেলার অনুর্ভূম কানিয়াকির উপজেলা, দক্ষিণে মানিকগঞ্জ জেলার অনুর্ভূম সিংপাইর উপজেলা। খামরাই এবং সাতারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বংশাই নদী। নদীর উপরের সেতুটি ঢাকার সাথে খামরাই উপজেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করেছে। ঢাকা আরিচা মহাসড়কটি খামরাই উপজেলার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।

খামরাই উপজেলাটির মোট আয়তন-১১৭ বর্গমাইল। এখানে ইউনিয়ন রয়েছে ১৬টি এবং গ্রামের সংখ্যা ৪৩১ টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,৬৫,৫২০ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১,৩৪,১০৮ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১,৩১,৪১২ জন। এই উপজেলায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.২৮ একর। জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিজীবী।

খামরাই উপজেলার জনসংখ্যার ২১.৫২% শিকিত এবং এই শিকিত জনসংখ্যার ৬৫.৯৭% পুরুষ ও ৩৪.০২% স্ত্রীলোক। উপজেলায় ৩টি কলেজ, ১৬টি হাই স্কুল ৩টি জুনিয়র হাই স্কুল ও ১০৮টি প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। এখানে মাদ্রাসার সংখ্যা ৮৭টি, মসজিদ ৩৫০ টি ও মন্দির ২০টি।

পবেষণা কেন্দ্র হিসেবে এই উপজেলাটি বেছে নেয়ার কারণ হচ্ছে এই উপজেলার সাথে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

পবেষণার বিষয়গুলিকে আমি কয়েকটি অধ্যয়নে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছি। এই বিষয়ের প্রথম অধ্যয়ন আমি উন্নয়ন ও গ্রাম উন্নয়নের ধারণা, উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রশাসনের ভূমিকা ও উপজেলা প্রশাসনের চলিত আন্দোলন করেছি। এছাড়া আমার পবেষণার লক্ষ্য, পদ্ধতি পবেষণা কেন্দ্র সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব, উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গ্রহীত প্রশাসনিক সংস্কার এবং প্রশাসনিক সংস্কারের ইতিহাস নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমি উপজেলা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে একটি নির্দিষ্ট উপজেলার উপর আলোচনা করেছি। এটা টাকার অদূরে অবস্থিত খামরাই উপজেলা। আমি এই উপজেলার বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো ও ভূমিকার সাথে পূর্ববর্তী প্রশাসনিক কাঠামো ও ভূমিকার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছি। এছাড়া পুসংগ-এসম্বে উক্ত উপজেলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের একটি চিত্রও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

উপসংহারে এই উপজেলা বা ব্যবস্থার সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

=====

" বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব এবং উন্নয়নশীল দেশে এর প্রয়োজনীয়তা "

৬০ এর দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কেন্দ্রীয় বিষয়শ্রেণী 'ট্রিকলে ডাউন' (trickle down) উন্নয়ন কৌশল গ্রহীত হয়েছিল। এসময় মোট জাতীয় উৎপাদনও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিই ছিল উন্নয়নের একমাত্র লক্ষ্য। উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল কেন্দ্রের উপর। কেন্দ্র নির্ভর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রায়শই ও প্রয়োজনের দ্বারা পরিচালিত জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হয় নি। প্রকৃতির কলাকল পরিচালনা শ্রেণীর মধ্যে ছাড়াই পড়ানি বরং ধনী শ্রেণীর কৃষ্ণিত হয়েছে। ফলে ধনী ও পরিচালিত দেশগুলোর ব্যবস্থান যেমন কেড়েছে তেমনি উন্নয়নশীল দেশে ধনী ও পরিচালিত শ্রেণীর ব্যবস্থান ও একাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ৭০ এর দশকে উন্নয়ন কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে। অধীনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে জনকল্যাণের প্রেক্ষাপটে। প্রকৃতির সাথে সাথে সমতার ভিত্তিতে বণ্টনের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। কারণ পঞ্চাদশদশ শতাব্দীর পরিচালিত জনসমষ্টিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমেই প্রকৃতির কলাকল সকল শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বন্টিত হতে পারে।

এরূপ উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে সরকারের কার্যক্রমও কেড়ে যায়। আর এই বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং অংশগ্রহণ বিস্তৃত করার জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন অত্যাৱণ্যক হয়ে পড়ে। ৮০ এর দশকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ উন্নয়নের ধারণার সাথে ব্যাপক ভাবে আলোচনায় আসে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার এই পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের পরিমাণই দুধু বৃদ্ধি পায়না, এর ফলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও সাধিত হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি সাম্প্রতিক কালের বহুল আলোচিত বিষয়। বিকেন্দ্রীকরণকে এমন একটি অবস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেখানে কর্মসূচী ও কর্তৃত্বকে কেন্দ্র থেকে প্রিন্সিপাল

ছাড়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যন্থ অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত, বাস্তবায়িত ও মূল্যায়িত হয়। অর্থাৎ কমতা বন্টন ও বিপুলকীর্ণিত করণের মাধ্যমেই বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। বিপুলকীর্ণিত করণ প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত এবং কমতা বন্টন ছড়িত স্থানীয় সরকারের সাথে।^১ বিকেন্দ্রীকরণের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সরকারের কাছে রাজনৈতিক কমতা হস্তান্তর, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রতিবিধি প্রেরণ ও আয়নাত্যাগিক বিপুলকীর্ণিত করণ।

Cheema and Rondinelli তার ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ প্রতিস্থাপন কথা উল্লেখ করেছেন -^২

- ১) বিপুলকীর্ণিত করণ < Deconcentration > ২) প্রতিবিধি প্রেরণ < Delegation >
 ৩) কমতা বন্টন < Devolution > ৪) বিচ্ছিন্নতাকরণ < Dispersal >।

প্রশাসনিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তা অথবা সংগঠনের কাছে অর্পন করার বিষয়টি বিপুলকীর্ণিত করণ। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর কাইরে পরিচালনা, সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব স্থানান্তর করা হয় না। প্রতিবিধি প্রেরণ হচ্ছে বিশেষ ধরনের কাজের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্থাৎ দায়িত্বশাসিত সংস্থার কাছে অর্পন। কমতা বন্টন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বায়ত্বশাসিত অংশ গ্রহণমূলক স্থানীয় সরকার সৃষ্টি বোঝায়। এরূপ ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেক কোন বিষয়স্থল থাকে না। এছাড়া বিচ্ছিন্নতাকরণের মাধ্যমেও বিকেন্দ্রীকরণ বীতির পুষ্টি হতে পারে। এরূপ ব্যবস্থায় কোন কমতা হস্তান্তর না করে সরকারী কর্মকর্তাদের রাজধানীর বাইরে নিয়োগ করা হয়। সরকারের কাছ থেকে স্বেচ্ছামূলক অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে কিছু প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড স্থানান্তরিত করা হয় বলে এটাকে অনেক সময় 'ব্যক্তিগতকরণ < Privatization > হিসেবেও কথিত করা হয়।

১) Henry Maddick, Democracy Decentralization and Development, (Asia Publishing House, Bombay, 1963), P.28.

২) Dennis A Rondinelli and G Shabbir Cheema, "Implementing Decentralization, Policies: An introduction" in Cheema & Rondinelli (ed), Decentralization and Development, (Sage Publications, Beverly Hills, London/New Delhi, 1983), PP. 18-25.

Fealer বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনটি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন— মতবাদ সংক্রান্ত তত্ত্ব, রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রশাসনিক তত্ত্ব। মতবাদ সংক্রান্ত তত্ত্ব অনুযায়ী বিকেন্দ্রীকরণ কোন চূড়ান্ত অবস্থায়, চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছানোর উপায়। রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত কমতা বক্তবের ধারণার সাথে আর প্রশাসনিক তত্ত্ব প্রতিবিধি প্রেরণের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

Diana Conyers বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন। এগুলো হচ্ছে :^{৩০}

- ১) যে বা বহুবিধ কার্যক্রমের ভিত্তিতে কমতা হ্রাস হইবে,
- ২) প্রতিটি কার্যক্রমের উপর হ্রাসিত কমতার ধরণ,
- ৩) যে পর্যায়ে, সুর ও এলাকায় কমতা হ্রাসিত হইবে,
- ৪) প্রতিটি পর্যায়ে সুর ও এলাকার অবস্থিত যে সমস্ত ব্যক্তি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের কমতা হ্রাসিত হইবে এবং
- ৫) যে সমস্ত আইনগত ও প্রশাসনিক বা বহুবিধ মাধ্যমে এই কমতা হ্রাসিত হইবে।

সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বিকেন্দ্রীকরণ প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন মাধ্যম প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উদ্ভব ঘটে সমাজের সর্বস্তরের দায়িত্ব পূরণ ও মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র নির্ভর উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যতা ও সরকারী কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠা এবং পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। এছাড়া বিকেন্দ্রীকরণের আর একটি দিক রয়েছে। কমতার প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মভারে হ্রাস হ্রাসজনক বাহকে। এরূপ অবস্থায় জনগণের সাথে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলে সরকারি জনগণের সমস্যা বুঝতে পারেন না। ফলে বিভিন্ন অঞ্চল, শ্রেণীগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসমতার সৃষ্টি হয়। এই অসমতা অকমেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফেঁদে ফেঁদে সৃষ্টি করে যা আন্দোলনের রূপ নেয়। বাংলাদেশের স্থানীয় সংগ্রামের ভিত্তি ছিল এই বৈষম্যমূলক অবস্থা।

৩০। Diana Conyers, "Decentralization: A Framework for Discussion" in Hasnat Abdul Hye (ed) Decentralisation Local Government Institutions and Resource Mobilisation (Bangladesh Academy for Rural Development, Kotbari, Comilla, 1985), p. 24.

তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় জনগণ প্রাথমিক বিবেকীয়তার প্রয়োজন হয়। বিশ্ব শুর
বেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার ভিত্তিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য যেমন বিবেকীয়তা নীতি অনুসৃত
হয়ে থাকে তেমনি এর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা একটি শিথিল রাজনৈতিক
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একটি প্রতিস্থাপন কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হতে পারে বিবেকীয়তার
মাধ্যমেই। এটা সাধারণ ভাবে সূচিত যে, উন্নয়নের সূক্ষ্ম সকল সুরের মধ্যে সমভাবে ছড়িয়ে
দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচী পরিচালনা ও বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ
জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন এবং তাদেরকে লক্ষ্য রেখেই উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহীত হয়।
এটি সম্ভব হতে পারে স্থানীয় সরকারের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পনের মাধ্যমে। কারণ
'এ ধরনের পরিবর্তন পৃথক প্রযুক্তিগত ও প্রাথমিক নয় বরং রাজনৈতিক। এতে কেন্দ্র কর্তৃক
প্রয়োগকারী গোষ্ঠীর কাছ থেকে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত
হয়।'^৪

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রহীত উন্নয়ন কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক
প্রবৃদ্ধি এবং উচ্চতর সামাজিক সমতা, শিক্ষার গ্রহণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপক অংশগ্রহণ, সামাজিক
সেব্য পরিমুদ্রের অধিকার বৃদ্ধি, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মৌলিক মানবিক চাহিদার সংস্থান।
এ সমস্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন আনয়নের
লক্ষ্য বিবেকীয়তা নীতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

প্রাথমিক কাঠামোকে প্রত্যক্ষ অঞ্চলে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকারী
কর্মকর্তা, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র তৈরী হয়। এর ক্ষেত্রে
স্থানীয় জনসাধারণ যেমন স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে
পারে, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কিত অবহিত হতে পারে।
কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসকদের মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি আসতে পারে। এছাড়া স্থানীয়
প্রশাসকগণ জনগণের কাছাকাছি থাকতে পারেন এবং জনগণের সহযোগিতায় যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা
গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া উন্নয়ন কর্মসূচী যদি টিকিয়ে রাখা চান রাখা ও বিস্তৃত করা যায়

^৪ Keith Griffin, "Economic Development in a Changing World"
in World Development, Vol. 9, 1981, P. 225.

তাহলে এটা জনগণের মধ্যে উদ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী সমর্থন সৃষ্টি করবে।^৬ সরকার উন্নয়ন কার্যে উৎসাহদাতা, নির্দেশক, গুণগোষ্ঠীকর্তারী ভূমিকা পালন করতে পারে, উন্নয়ন কার্যে সহযোগিতা করতে পারে, এপিথে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু উন্নয়ন ঘটতে পারে না। উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে - জনগণের দ্বারা, জনগণের যোগ্যতা ও দক্ষতার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে। জনগণের অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠানিক রূপে বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে কমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা সরকার জনগণকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে। তাদের মধ্যে উন্নয়নমূলক মানসিকতার সৃষ্টি করতে পারে - এমনকি যে কোন পরিবর্তনের গ্রহণ করার মনোভাব উৎসাহিত করতে পারে - আর এর ফলেই অক্ষমত অসাম্য দূর হতে পারে এবং একটি স্থিতিশীল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ও অংশগ্রহণ সুবীক্ষণীয় আঞ্চলিক সরকার পাশাপাশি কার্যকর থাকতে পারবে।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনে সংস্কার কার্য শুরু হয়েছে ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ পর্যায়ে। বোগল শাসনামলে বাংলার স্থানীয় প্রশাসনে ছিল ভূস্বামীদের আধিপত্য। বোগল শাসকগণ তাদেরকে এক একটি বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতেন। এই এলাকাগুলোকে বলা হতো 'জমিদার'। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত হলো জমিদার প্রথা। এই জমিদার বা জমিদারগণের উপর স্থানীয় রাজস্ব আদায় ও জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো। পরে ব্রিটিশ সরকারই সর্বপ্রথম ইউনিয়ন, জেলা ও শহর পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন কাঠামো গঠন করেন। এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল ১৮৭০ সনে গৃহীত 'চৌকিদারী বন্ধ হতে আইন'। পরবর্তী সংস্কারগুলো ছিল জেলা প্রশাসন আইন (১৮৮০), পৌরসভা আইন (১৮৮৫), গ্রাম প্রশাসন আইন (১৯১৯)। কিন্তু এ সমস্ত আইনের অধিনে গঠিত স্থানীয় প্রশাসনের কোনটাই জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না। এক্ষেত্রে গ্রাম প্রশাসন আইন (১৯১৯) দ্বারাই কিছুটা তিরতির পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জনগণের প্রত্যেক ভোটে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে চেয়ারম্যান ছিলেন জেলা প্রশাসক। তবে সবগুলোতে জেলা বোর্ডই ছিল কর্তৃত্ববাদী প্রতিষ্ঠান।

৬। Henry Haddok, OP.Cit., P.44.

পাকিস্তান জালাবন্দীতে স্হাবীয়া প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ছিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তন। উল্লেখযোগ্য যে খানা পর্যায়ে স্হাবীয়া সরকার গঠিত হয় - সর্বপ্রথম মৌলিক গণতন্ত্রের (১৯৫৯) মাধ্যমেই। খানা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিলো খানা পর্যায়ের সরকারী কর্তৃকও একটি খানার অনুর্ত্ত সর্বল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদেরকে নিয়ে। মহকুমা প্রশাসক ছিলেন খানা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। সুতরাং খানা কাউন্সিল জনগণের প্রত্যেক ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়নি, কারণ এসময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন না, নির্বাচিত হতেন পরিষদ সদস্যদের ভোটে দ্বারা।

মৌলিক গণতন্ত্র প্রায় উন্নয়নে কোন তৃষিকা রাখতে পারেনি। এই অবস্থা ছিল কেন্দ্র বিতর্ক, কেন্দ্র পরিচালিত ও কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত। এই ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। মৌলিক গণতন্ত্রীরা উদ্বৃত্ত কৃষকদেরই দুই সাহায্য করতো। ফলে খনী পরিষদের ব্যবধান এক্ষয় বৃদ্ধি পায়। মৌলিক গণতন্ত্রীরা অর্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুর্বলিতে লিপ্ত থাকতো বলে প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। এককথায়, এই মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উত্তরাধিকার লাভ করে ছিল।

স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক সংস্কার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল দুটি কমিটি (১) প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি (মার্চ, ১৯৭২) এবং (২) জাতীয় বেতন কমিশন (জুলাই, ১৯৭০)। প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল স্হাবীয়া সরকার স্হাবীয়া জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে জনগণের প্রত্যেক ভোটে নির্বাচিত করার আইন গৃহীত হয়। কিন্তু খানা পরিষদের কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আনা হয় নি।

পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে খানা পর্যায়ে একটি খানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হলেও খানা কউসিলের কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় নি। খানা উন্নয়ন কমিটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এতে খানা পর্যায়ের কয়েকজন বেসরকারী ব্যক্তিকে সদস্য নিযুক্ত করা হয়। তবে এ সময় লাহাবীয় প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল "সুনির্ভর গ্রাম সরকার" এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ১৯৮০ সালের মে মাস থেকে।

'সুনির্ভর গ্রাম সরকার' ব্যবস্থায় ২ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ১১ জন সদস্য ও একজন গ্রাম প্রধান নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম সরকার। এই ১১ জন সদস্য নির্বাচিত করা হয় একটি গ্রামের মোট জনসংখ্যাকে কয়েকটি পেশাভিত্তিক শ্রেণীতে ভাগ করে প্রতিটি শ্রেণী থেকে ২ জন করে সদস্য নিয়ে। গ্রাম সরকার সদস্যগণ জনগণের তোটে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হতেন না। এরা নির্বাচিত হতেন পূর্বে উদ্ভিখিত পেশা ভিত্তিক সংঘের সদস্যদের নিয়ে গঠিত গ্রাম সভার সন্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে।

এই ব্যবস্থায় জনগণের হাতে প্রকৃত পক্ষে কোন কমতা ছিল না। লাহাবীয় সরকার সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিষদ ছিল লাহাবীয় সরকারের উর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠান। আর এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন রাষ্ট্রপতি। এই পরিষদ লাহাবীয় উন্নয়ন বীতি প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। সরকারের অতিশ্রুতি হসুক্ষেপের ফলে অংশগ্রহণ ও বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করে নি। এবং মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যায় এটিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

এছাড়া গ্রাম সরকারের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা ছিলেন পূর্ব থেকেই গ্রামের নেতৃলাহাবীয় ব্যক্তি এবং গ্রামের প্রভাবশালী ধনী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর একটি সমস্যা ছিল গ্রাম সরকার যথেষ্ট শক্তিশালী ও সুসংগঠিত না হওয়ায় এবং বিভিন্ন দিক থেকে সুসংস্কৃত না হওয়ায় গ্রামের যে কোন সমস্যা নিয়ে জনগণকে খানা ও জেলা পর্যায়ে যেতে হতো।

উপরোক্ত ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে প্রাক্তন প্রশাসনিক কেন্দ্র বন্ধুতে পরিণত করার অসুবিধা বিবেচনা করে ১৯৮২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর 'স্থানীয় সরকার (খানা পরিষদ এবং খানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২' ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণানুযায়ী খানার নতুন নাম করণ হয় উপজেলা এবং এর প্রশাসনিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। আর মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে উপজেলা।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রশাসনিক কেন্দ্রে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গৃহীত হচ্ছে দরিদ্র শ্রেণীর জীবন যাত্রার জন্য আবশ্যিকীয় চাহিদাসমূহ পূরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে সার্বিক কেন্দ্রে মান উন্নয়নের লক্ষ্যে। যেহেতু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক কমতার সাথে যুক্ত কাজেই কমতায় সকল শ্রেণীর বিশেষ করে প্রত্যয় অঞ্চলের দরিদ্র ও পঞ্চাশদ শ্রেণীর সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলে ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এ কারণেই রাজনৈতিক কমতাকে প্রত্যয় অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে সকল শ্রেণীকে কমতায় স্থান ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বিস্তারিত ভাবে গৃহীত হচ্ছে। এর ফলে শুধু কেন্দ্রে নয়, স্থানীয় পর্যায়ে সিমানু গ্রহণ, বাস্তুায়ন ও মূল্যায়ন সম্ভব হতে পারবে। দেশের সকল স্তরের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি স্থিতিশীল শাসন কাঠামোর প্রবর্তন। আর এটি সম্ভব হতে পারে শ্রেণী, সম্প্রদায় ও অঞ্চলগত অসাম্য দূরীকরণের মাধ্যমে এজন্য আমাদের দেশেও বিভিন্ন সময়ে গ্রামীণ জনগণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সুরল অর্জিত হয় নি। শহর ও গ্রামাঞ্চলের আয়ের বৈষম্য কমে নি। কারণ গণকেন্দ্রিক ও অধিনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে নি। জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল সীমিত। অতীতের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় এ সমস্যা সৃষ্টিসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সম্প্রতি প্রশাসনকে পুনর্বিদ্যায় করা হয়েছে এবং উপজেলাকে প্রশাসনের সর্ববিন্দু এককে পরিণত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

" ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদ "

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয় অষ্টাদশ শতক থেকে। আর তখন থেকেই খানা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক হিসেবে কাজ করে এসেছে। লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে একটি নিয়মিত পুলিশ প্রশাসন গঠিত হয়।^১ ১৭৭২ সালের এই নতেশ্বরের রেগুলেশনে জেলা সমূহকে খানা (পুলিশ স্টেশন) নামের পুলিশ এলাকায় বিভক্ত করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরোধ করা হয় এবং এই রেগুলেশন পরে ১৭৯৩ সালে সুপ্রতিত হয়।^২ আইন লঙ্ঘনা রুকা, চোর ডাকাতি দমন, অপরাধ দমন, কর আদায়কারীকে শাস্তি প্রদান ইত্যাদি কার্যাবলী সুসংগঠিত ভাবে সম্পাদন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থানীয় ভাবে পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় খানা প্রশাসনের কার্য সম্পাদিত হতো।^৩ প্রতিটি খানা ২০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল এবং প্রতিটি খানায় অস্ত্র সজ্জিত একদল বরকন্দাজ সহ একজন দারোগা (অফিসার ইন চার্জ) নিযুক্ত ছিলেন।^৪ ৪টি অথবা তার অধিক খানা একত্রিত হয়ে একটি মহকুমা গঠিত ছিল এবং প্রত্যেক জেলায় একটি অথবা তার বেশী মহকুমা ছিল।^৫ এছাড়া ১৮২৯ সালে ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য বিভাগ নামে প্রশাসনিক একক প্রতিষ্ঠিত হয়।^৬

-
- ১। Shawkat Ali, Field Administration and Rural Development in Bangladesh (Centre for Social Studies, Dhaka University, 1982) PP. 29-30.
- ২। Ibid, P. 30.
- ৩। মোঃ আবদুল সালিম 'বাংলাদেশে খানা প্রশাসনকে উপজেলায় উন্নীত করণ' in Publica, a bi Annual Journal of Administrative Affairs Vol-1, No. 1 1984, P. 63.
- ৪। Md. Maksudur Rahman, "The Upazila Parishad in Historical Perspectives" in The Journal of Local Government, Vol-15, No-2, July-December, 1986, National Institute of Local Government, P-107.
- ৫। "The Upazila : A study in Political Administrative Relationship in Bangladesh," in The Journal of Local Government, Special Issue on Upazila, 1986, P. 47.
- ৬। Ibid, P. 47.

খানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে প্রধান প্রশাসনিক একক ছিল জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন বা কালেকটরশীপের প্রতিষ্ঠা ১৭৬৯ সালে। প্রথমে বাংলাদেশে ১টি কালেকটরশীপ ছিল এবং উপ-হাটসে ছিল ১১টি। পরবর্তীতে এই কালেকটরশীপ জেলায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ২০টি জেলায় সংগঠিত ছিল।^৭

এই ব্যবস্থা ২১শে মার্চ, ১৭৮৭ সালের ফেলিকাতা গেজেটের মাধ্যমে প্রচারিত হয়।^৮ ১৭৮৬ সাল থেকেই জেলা রাজস্ব আদায়ের প্রধান এককে পরিণত হয়।^৯ ১৭৮৭ সালে জেলা প্রশাসকের হাতে রাজস্ব আদায় ছাড়া প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। আর তখন থেকেই জেলা প্রশাসন এক মৌল এককে রূপান্তরিত হয়।^{১০} জেলা প্রশাসনের কার্যের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, পরবর্তীতে প্রশাসনকে আরও বিন্যস্ত করে সংগঠিত করার জন্য বিভিন্ন কমিটি বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ প্রদান করে। আর প্রায়শ্চলে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ১৯০৭ সালে গঠিত হয় - 'Royal Commission Upon Decentralized Development in India' এই কমিশন সার্কেল অফিসারের পদ প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই সার্কেল পদটি ১৯১১ সালে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রবর্তিত হয়।^{১১} সার্কেল অফিসারকে ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যের নির্দেশনা এবং জেলা বোর্ড ও খানা প্রশাসনের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতে হতো এবং তিনি ২৫টি অববাহার বেশী ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ২/৩ টি খানার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।^{১২} এরপর সেভিকল কমিটির (১৯১৩-১৪) রিপোর্টে স্থানীয় বোর্ডের বিলুপ্তি এবং খানা পর্যায়ের সার্কেল বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়।^{১৩} এছাড়া সার্কেল অফিসারকে সার্কেল বোর্ডের সভাপতি

৭। Shawkat Ali, OP. Cit., P.26.

৮। Ibid, P.26

৯। এমাজউদ্দিন আহমেদ, 'প্রশাসনিক পুনর্গঠন : কিছু বক্তব্য কিছু সুপারিশ' বিচিত্রা, ইদ সংখ্যা, ১৯৮২, পৃ:১২৭।

১০। প্রায়শ্চলে: ১২৭।

১১। 'The Upazila: A study in Political Administrative Relationship in Bangladesh' OP.Cit., P.48.

১২। Kamal Siddique, Local Government in Bangladesh (National Institute of Local Government, Dhaka, 1984).P.18.

১৩। Ibid, P.18.

নিযুক্ত করার কথা বলা হয়। কিন্তু এই সুপারিশ বাসুবাঞ্ছিত হয় নি। তবে ১৯১৯ সালের গ্রাম সু-শাসন আইন অধুসারে মহানীচ বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে রাউলজাক কমিটির (১৯৪৪-৪৫) সুপারিশেও প্রতিটি থানায় একটি করে সার্কেল পঠনের কথা বলা হয় - এবং উক্ত থানার সকল উন্নয়নমূলক কর্মকণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব সার্কেল অফিসারের উপর বাসু করার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এটাও কাগজ পত্রেরই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, এই সার্কেল ও পদটির সাথে পরবর্তী কালের থানা প্রশাসনের বেশ কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। আর প্রস্তাবিত সার্কেল বোর্ড এর সাথে থানা কাউন্সিল এর মিল যুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক সংস্কারের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছিল বৃষ্টিদ শালনামনেই।

১৯৫৯ সালের মৌলিক কাগজ আদেশ অনুযায়ী থানা পর্যায়ে প্রথম মহানীচ সরকার পঠনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৬১ সালে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর পদ সৃষ্টি করা হয়। এবং থানা কাউন্সিল ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের উন্নয়নমূলক কর্মকণ্ড গ্রহণ ও তদ্বিধানের জন্য তাদের প্রত্যেক থানায় নিযুক্ত করা হয়।^{১৪} সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ এবং থানা পর্যায়ে কর্মরত সকল সরকারী কর্মকর্তাগণ থানা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। মহকুমা প্রশাসক থানা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং সার্কেল অফিসার ডাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়। তবে সরকারী সদস্যের সংখ্যা প্রতিবিধি সদস্যের চাইতে বেশী হতে পারতোনা। থানা কাউন্সিল নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতো :-^{১৫}

- ১) থানার সকল উন্নয়নমূলক কর্মকণ্ডের সমন্বয় সাধন।
- ২) সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাসুবাঞ্ছন।
- ৩) ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত।

^{১৪} Md. Anisuzzaman, 'The Circle Officer, A Study of His Role'. (Dhaka, NIPA, 1983), P.5.

^{১৫} Md. Maksudur Rahman, ~~XXXXXXXXXX~~ Op.cit., P.108.

- ৪) ইউনিয়ন পরিষদকে তাদের কাজে সহযোগিতা ও ঋণসহ প্রদান।
- ৫) পরিবেশ ব্যবস্থাপনা।
- ৬) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্যবৃন্দ এবং সেক্রেটারীদের প্রশিক্ষণ দান।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুযায়ী থানা কাউন্সিল ছিল একটি সমন্বয় সাধনকারী প্রতিষ্ঠান। এটি ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতো। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুযায়ী থানা কাউন্সিল তার কার্যাবলীর জন্য জেলা কাউন্সিলের নিকট দায়ী ছিল এবং জেলা কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতো। আয়ুব শালনামলের সংস্কার প্রচেষ্টায় বৃষ্টি শালনামলের সহায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থাই প্রতিফলিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্টের ৭ নং আদেশ দ্বারা থানা কাউন্সিলের থানা উন্নয়ন কমিটি নামকরণ হয়। এছাড়া থানা শ্রান কমিটি গঠন করা হয়। সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে শ্রান কমিটি সমূহে সু সু এলাকার শ্রান কার্যাবলী পরিচালনা করার জন্য সহায়িত্ব বিধিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতাদের সদস্য ও চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।^{১৬} থানা উন্নয়ন কমিটির তারপ্রাপ্ত ছিলেন সার্কেল অফিসার (উ)। তিনি শ্রান কমিটির সাথে পরমার্শম্বে সমসু কাজ করতেন। থানা উন্নয়ন কমিটি থানা কাউন্সিলের চেয়ে তীব্রতর কিছু ছিল না।

থানা প্রদানে কিছুটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয় ১৯৭৬ সালে। থানা উন্নয়ন কমিটির নাম পরিবর্তন করে থানা পরিষদ করা হয়। থানা পরিষদের গঠন পূর্বের মতোই থাকে। থানা পরিষদে প্রতিনিধি সদস্য ও সরকারী সদস্য সকলেরই ভোটা দেয়ার অধিকার ছিল। পূর্ববর্তী থানা কাউন্সিল ও থানা উন্নয়ন কমিটিতে সরকারী সদস্যদের সংখ্যা প্রতিনিধি সদস্য সংখ্যার চেয়ে অধিক বা সমতার বিয়ম প্রচলিত ছিল কিন্তু ৭৬ সালের সহায়িত্ব সরকার অধ্যাদেশে

১৬। Dr. A.H.M. Anisur Rahman, "Rural Local Administration in Bangladesh" in The Journal of Local Government, Vol-14, No.1, 1985, P.44.

সে নিয়ম রাখা হয় নি। ফলে খানা পরিষদের আমলাতন্ত্রের আধিপত্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কারণ প্রতিবিধি সদস্য ও সরকারী সদস্য শবারই ভোটাধিকার ছিল। তবে এ সময় খানা প্রশাসনের উদ্ভেদে খানা দিক ছিল খানা পরিষদের পাশাপাশি খানা উন্নয়ন কমিটি গঠন। ১৯৭৮ সালের ২৪শে মে মহানীতি সরকার গঠী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের এক ইশতেহার অনুযায়ী একটি খানার অন্তর্ভুক্ত সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে খানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া ৩-৮ জন মহানীতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে (Co-opted Members) রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তবে এই সদস্যদের সংখ্যা কমিটির প্রতিবিধি সংখ্যার চাইতে বেশী হতে পারতো না এবং এদের ভোটাধিকার দেয়া হয় নি। কমিটির সদস্যগণ নিজস্বের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান একজন সেক্রেটারী ও একজন ট্রেজারার নির্বাচন করতেন। খানা উন্নয়ন কমিটির লক্ষ্য ছিল খানা পর্যায়ের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড জন প্রতিবিধিদের হস্তে অর্পন করা। খানা পরিষদে গঠন প্রণালীর দিক থেকে পূর্ববর্তী খানা কাউন্সিলের চেয়ে বেশী আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য ছিল। আর এর কার্যাবলী ও খানা কাউন্সিলের অনুরূপ ছিল। তবে খানা উন্নয়ন কমিটির উপর কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো। এগুলো ছিল :

- রাস্তা, পুষ্টি ও কলভার্টি নির্মাণ।
- খানা লেচ প্রকল্প।
- পরিচর্যা পুকুর পুনঃস্থাপন ইত্যাদি।

খানা পর্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষমতা খানা উন্নয়ন কমিটির হস্তে বাস্তু ছিল। এছাড়া খানা উন্নয়ন কমিটি প্রয়োজনবোধে উপ-কমিটি গঠন করতে পারতেন। খানায় নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের এই উপ-কমিটির অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। এই উপ-কমিটির আহ্বায়ক হবেন মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত নির্বাচিত প্রতিবিধি। এই ব্যবস্থায় সরকারী

খানা পরিষদের কার্যাবলীর বর্ণনা রয়েছে (The Local Government Ordinance, 1976' এর ২য়, চতুর্থের ৩৭ নং সূচীতে।

কর্মকর্তাদেরই প্রাধান্য ছিল। খানা উন্নয়ন কমিটি যদিও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ছিল কিন্তু এই কমিটির কাজের স্বাধীনতা ছিল না। উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন, আর্থিক মঞ্জুরী ইত্যাদি ব্যাপারে এই কমিটি খানা পরিষদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সার্কেল অফিসার ছিলেন খানার মূল প্রশাসক। তিনি প্রয়োজন বোধে খানা উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাতিল করতে এবং সংশোধনের নির্দেশ দিতে পারতেন। এছাড়া খানা উন্নয়ন কমিটির আর্থিক রিপোর্ট খানা পরিষদের দিকট দাখিল করতে হতো। এর ফলে খানা উন্নয়ন কমিটিকে আমলাতান্ত্রিক খানা পরিষদের উপর নির্ভরশীল থাকতে হতো। ফলে উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ প্রায়ের সাধারণ জনগণের সুার্থে পুঁথীত হতো না। তাছাড়া খানা পর্যায়ে একই ধরনের দু'টি প্রশাসনিক একক ছিল সম্পূর্ণ অপ্ৰয়োজনীয়। দু'টি সংগঠনের মধ্যে একই কাজের বকঁন অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি করতো। আরার দু'টি সংগঠনের মধ্যকার মতবৈক্য প্রশাসনের দুর্লব কার্যক্রমে বাহত করতো। ১৯৮২ সালে খানা উন্নয়ন কমিটি জেলে দেয়া হয়।^{১৭}

১৯৮২ সালের ২০শে এপ্রিল গঠিত প্রশাসনিক পুনর্গঠন/সংস্কার কমিটি প্রশাসনকে আমলাতান্ত্রিক বলয় থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করে। এগুলো ছিল :-^{১৮}

- খানাকে প্রশাসনিক মৌলিক একক হিসেবে পরিমত করা।
- মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা।
- ইউনিয়ন, খানা ও জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত মহানিয়ম পরিষদ।
- ইউনিয়ন, খানা ও জেলা পরিষদে প্রত্যেক ভাবে নির্বাচিত চেয়ারম্যান।
- জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে ও খানা পরিষদ সদস্যদের নির্বাচন মকলীর অন্তর্ভুক্ত করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খানা পরিষদের সদস্য হবেন।

১৭। Kamal Siddique, oP.oit.,P.57.

১৮। M.A.Khan 'Concept of Present Administration Reorganization'
'Thana Parishad Supplement, Bangladesh Observer', 7 November, 1982.

- খানা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের সদস্য হবেন - ইউনিয়ন খানা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করবেন ।
- জেলা পরিষদ ও খানা পরিষদে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে ।
- ইউনিয়ন পরিষদ, খানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বিচার বিভাগ ছাড়া সরকারের সকল কর্মকর্তার সমন্বয় সাধন করবেন ।
- নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের কাছে সাহায্য পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান ।
- সাহায্য পরিষদকে সহায়্যায় কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন আর্থিক প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করা ।
- মহকুমাপুঙ্কে জেলায় পরিষদ করা এবং বিভাগ সমূহের বিনুপি ।
- পরিদর্শনকূলক কাজ করার জন্য কমিশনারকে তদারকী কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা ।
- খানা পর্যায়ের কমিটি সমূহ বাতিল করা হবে এবং খানা পরিষদ কমিটি গঠন করতে পারবেন । সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী খানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ পুলিশের কার্যাবলী এবং নিয়ম আর্থিক নিয়ন্ত্রণ তদারক করবে ।
- সুপারিশ সমূহ বাসুবায়েনের জন্য সাহায্যী আনুঃ মন্ত্রণালয়-কমিটি গঠন ।
- খানা পর্যায় ম্যাট্রিস্টেট নিয়োগ ।
- কিছু তদারকী কেহু গঠন ।

উপরোক্ত সুপারিশসমূহ বাসুবায়েনের জন্য জাতীয় বাসুবায়েন কমিটি গঠন করা হয় ।

এই বাসুবায়েন কমিটি বিক্রোণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । ১০

- উন্নীত খানা এবং প্রধান নির্বাহীর নতুন নামকরণ ।
- বিভিন্ন পর্যায়এসে উপজেলা সৃষ্টি ।

১১। A.M.M. Shawkat Ali, Politics Development And Upazila. (National Institute of Local Government, Dhaka 1986), P. 36

- বিদ্যমান মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করা।
- ষাঠ প্রদেশের একটি সুর হিসেবে বিজ্ঞানের বিলুপ্তি।
- উপজেলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।
- উপজেলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।
- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী।
- উপজেলা নির্বাহী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মর্যাদার সম্পর্ক।
-

উপরোক্ত বিধিত সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত সমূহের প্রেক্ষিতেই ১৯৮২ সালের ২০শে ডিসেম্বর ঘোষিত হয় 'স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ এবং থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২' এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রথমে থানা পুন্ডার প্রশাসনে পরিবর্তন এনে 'উন্নীত থানা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরে ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসের এক ঘোষণায় প্রধান সাময়িক আইন প্রশাসক 'থানা' এর পরিবর্তে 'উপজেলা' নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।^{২০} পরবর্তীতে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে তা বলবৎ করা হয়।^{২১}

উপজেলা পরিষদের গঠন কাঠামো নিম্নরূপ :-^{২২}

- ১) একজন চেয়ারম্যান,
- ২) প্রতিবিধি সদস্যবৃন্দ,
- ৩) তিনজন মহিলা সদস্য,
- ৪) সরকারী সদস্য,
- ৫) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমন্বয় সমিতির চেয়ারম্যান,
- ৬) একজন যনোবীত সদস্য।

২০। স্যার: আবদুল সালিম, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬৭।

২১। The Local Government (Thana Parishad and Thana Administration) Second Amendment) Ordinance, 1983, Ordinance No. XXXIII of 1983.

২২। The Local Government (Thana Parishad and Thana Administration Reorganization) Ordinance, 1982, Ordinance No. LIX of 1982, Section-4.

এছাড়া উপজেলায় নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাগণ পদাধিকার বলে উপজেলা পরিষদের সদস্য হবেন। তবে এই সরকারী সদস্যদের পরিষদ সভায় ভোটাধিকার দেয়া হয় নি। উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববর্তী থানা পরিষদে সরকারী সদস্যগণের ভোটাধিকার ছিল।

উপজেলা প্রশাসনকে একটি সুস্থ ও সম্পূর্ণ প্রশাসনিক এককে পরিণত করার জন্য উপজেলা পরিষদকে প্রভূত পরিমাণ কমতা দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী থানা প্রশাসনে থানা পরিষদের কার্যাবলী ছিল নীমিত এবং স্বাধীনতা পূর্বকালে থানা কাউন্সিলের প্রধান কাজ ছিল ইউনিয়ন পরিষদ ও টাউন কমিটির কাজের সমন্বয় সাধন। ৭৬ সালের মহানগর সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী থানা পরিষদের কার্যাবলী পূর্বের চাইতে কিছুটা ব্যাপক ছিল। বিশেষ ভাবে গ্রাম উন্নয়নের প্রতি জোর দেয়া হয়েছিল। কিন্তু উপজেলা প্রশাসনের ধূল লম্বা মুখ-উন্নয়ন বয়-অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন, তাই এটা পূর্বের থানা প্রশাসনের চাইতে সম্পূর্ণ সুতন্দ্র।

উপজেলা পরিষদ ও থানা পরিষদের কার্যাবলী পালাপালি আলোচনা করলে উপজেলা প্রশাসনের কাজের পরিধি কতখানি ব্যাপক তা সম্পষ্ট হয়ে উঠে। উপজেলার উপর উন্নয়নমূলক ও বিদ্যুৎসঙ্গমূলক উভয় প্রকার কাজই অর্পন করা হয়েছে। প্রাথমিক জেলা প্রশাসনের সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ জেলা পর্যায়ের অনেক কাজ উপজেলা প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়নের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। যেখানে পূর্ববর্তী থানা পরিষদের দায়িত্ব ছিল থানা পর্যায়ের উন্নয়ন কাজের সমন্বয় সাধন। উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের সম্পূর্ণ কমতা উপজেলা পরিষদের উপর অর্পন করা হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রশাসনে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের দায়িত্ব ছিল জেলা কর্তৃপক্ষের উপর। উল্লেখিত কাজগুলো ছাড়াও উপজেলা পরিষদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেগুলো থানা পরিষদের অধিভারত ছিল বা সেগুলো হচ্ছে :- ২০

২০। The Local Government (Thana Parishad and Thana Administration Reorganization) Ordinance 1982, Ordinance No. LIX of 1982, Second Schedule.

- উপজেলায় সরকারী বাতি ও কর্মসূচী বাসুবাণ্যন ।
- নুনোক, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিদ্যুৎস্রণমূলক দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসারগণ ছাড়া উপজেলায় কর্মরত অফিসারদের কাজের তদারক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন ।
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে যাওয়া ।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম উৎসাহ প্রদান ও তা এগিয়ে নেওয়া ।
- সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এ ধরনের অব্যবস্থা কমান ।
- উপজেলায় সমবায় অর্জনালয় সম্প্রসারণ ও বিকাশ ।
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেলা পরিষদকে সহায়তা করা ।
- সকল পল্লী পুর্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাসুবাণ্যন ।
- উৎপাদন বাড়াবার লক্ষ্যে কৃষি কার্যক্রমের বিকাশ ।
- শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের বিকাশ ।
- পবাদি পশু, মৎস্য চাষ ও বন সম্পদের উন্নয়ন ।

উপজেলা পরিষদের অর্থ সংশ্লিষ্ট কমতা আরেকটি পুরুত্বপূর্ণ দিক। পূর্বে খানা পরিষদের কোন বিজসু তহবিল ছিল না। উহা সম্পূর্ণরূপে সরকারী মন্ত্রণালয় উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু উপজেলা পরিষদের বিজসু তহবিল রয়েছে এবং প্রয়োজনে বিশেষ তহবিল গঠনের কমতা দেয়া হয়েছে। ২৪ এ জন্য উপজেলা পরিষদকে নিয়োজন উৎস থেকে কর তোলা, ফী, হার ইত্যাদি আদায়ের কমতা দেয়া হয়েছে :- ২৫

- উপজেলার শীমানার মধ্যে অবস্থিত সকল জলমহলের ইজারার টুকা ।
- পেশা, বা বসাকলিৎস এর উপর ধার্যকৃত কর ।
- যাত্রা, নাটক ও অব্যবস্থা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর আরোপিত কর ।

২৪। Local Government Ordinance, 1982, Section-33, Sub-section(3).

২৫। Ibid. 3rd Schedule.

- সড়কের আলো ব্যবহার উপর কর।
- মেলা, ফুবি ও সিনা প্রদর্শনী এবং এমিট্যান্সনের উপর খার্বকৃত ফী।
- পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর আরোপিত ফী।
- পরিষদের বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ সুবিধার উপর আরোপিত টোলা।
- নির্দিষ্ট হাট, বাজার, এবং কেরী থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ইজারার টাকা।
-

উল্লেখযোগ্য যে শুল্কমাণ্ড আয়কর, কাস্টমস ও এক্সাইজ, ভূমি রাজস্ব, ভূমি কর, রেভিনিউসহ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে।^{২৬}

আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপজেলা প্রশাসন ও থানা প্রশাসনের পার্বক্য সূচনামূলক। যেমন - উপজেলা পরিষদের কার্যকাল, চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদত্যাগের পদ্ধতি, চেয়ারম্যানের অপসারণ ও পদশূন্য হওয়া, অনুযায়ী চেয়ারম্যান নিয়োগ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিধান ৮২ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে সূচনামূলক বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু ৭৬ সালের অধ্যাদেশে এ সূচনামূলক কোন বিধান ছিল না। কারণ থানা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ওয়াইস চেয়ারম্যান ছিলেন সরকারী কর্মকর্তা এবং পদাধিকার বলে থানা পরিষদে নিয়োজিত। এছাড়া, পূর্ববর্তী থানা প্রশাসনে স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত যুগ্ম কমিটি সমূহের মধ্যে বিরোধ সেবা দিলে তা মিমাংসার দায়িত্ব ডেপুটি কমিশনার উপর ন্যস্ত ছিল কিন্তু বর্তমান প্রশাসনে উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।^{২৭} থানা প্রশাসনে একই বা তিন বহুমা প্রশাসক ও থানা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন কিন্তু ৮২ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপজেলা চেয়ারম্যান প্রজাতন্ত্রের বাসংক্রান্ত পরিষদের অথবা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের বেতনভোগী সার্বজনিক কর্মচারী হতে পরিবেন না।^{২৮} উপজেলা

২৬। উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়্যাল ৫ খোলসে বিতান ৬৬৬, ঢাকা, ১৯৮১), পৃঃ- ৩০।

২৭। Kamal Siddique, Op.cit., PP.55-56.

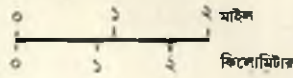
২৮। Ordinance, 1982, Section-6, Sub-Section-2, Clause(e).

প্রশাসনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিচার ব্যবস্থাকে উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর। পূর্বে বিচারের জন্য জনগণকে জেলায় যেতে হতো। কিন্তু বর্তমান উপজেলায় বিচার বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন মুকোফ ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ। উপজেলা চেয়ারম্যানকে উপজেলা পরিষদের সকল প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার এবং উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে - তবে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, শাস্তি বা বরখাস্তকরণের অধিকার তার নেই। তিনি তার কাজের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

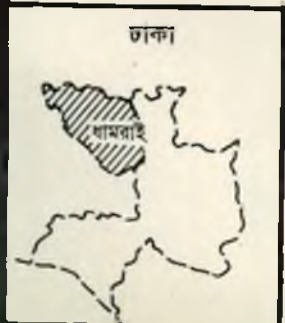
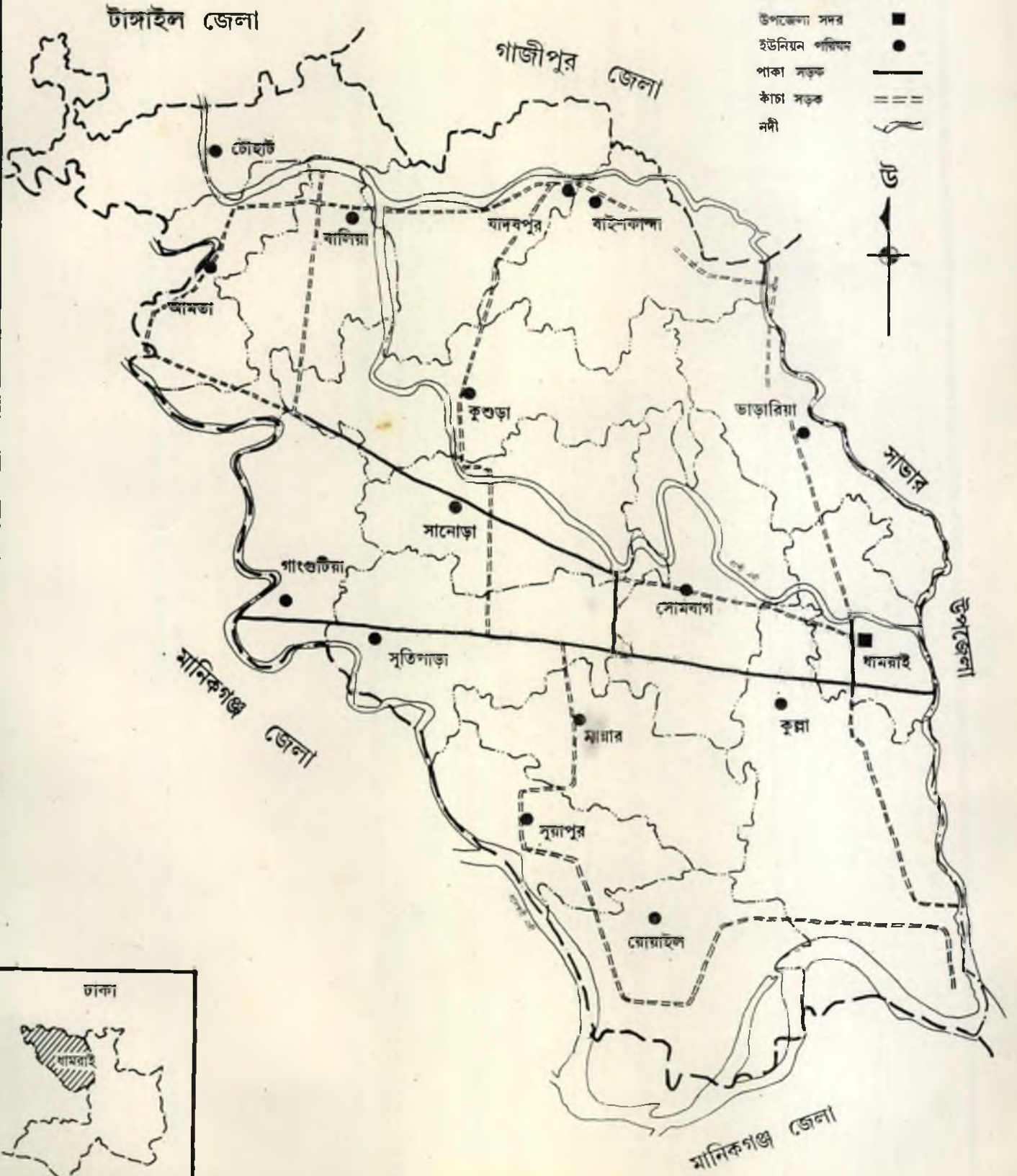
উপজেলা নির্বাহী অফিসার - উপজেলা পরিষদের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করবেন। তিনি উপজেলায় কর্মরত সকল সরকারী কর্মকর্তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করবেন এবং তিনি তাদের বার্ষিক গোপন রিপোর্ট লিখবেন। তবে মুকোফ ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ তার রিপোর্টের আওতাভুক্ত পড়বেন না। আবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বার্ষিক গোপন রিপোর্ট লিখবেন উপজেলা চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার তার কাজের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট দায়ী থাকবেন। আর সরকারী কর্মকর্তাগণ তাদের কাজের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

সুতরাং সরকারী কর্মকর্তাদের উপজেলা পরিষদের আওতাধীন করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী থানা প্রশাসনের আয়নাতাস্তিক কাঠামো কিছুটা শিথিল হয়েছে। এজন্য জনগণের প্রত্যক্ষ চোখে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর পূর্বে থানা প্রশাসনে এরূপ ব্যবস্থা কখনো ছিল না। আর উপজেলা পরিষদের কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। উপজেলা পরিষদের গঠন, কমতা ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে খারগা হয় যে, এই প্রশাসনকে অংশ গ্রহণ মূলক উন্নয়নমুখী প্রশাসনে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই প্রশাসন এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে বলে এর সার্থিকতা সম্পর্কে কোন কিছু বলা যায় না। তবে পূর্ববর্তী প্রশাসন কাঠামোর তুলনায় বেশ কিছুটা অগ্রগতি যে হয়েছে তা অবসীকার্য।

ঢাকা জেলা



- সূচক
- জেলা সীমারেখা ———
 - উপজেলা সীমারেখা - - - -
 - ইউনিয়ন সীমারেখা - · - -
 - উপজেলা সদর ■
 - ইউনিয়ন পরিষদ ●
 - পাকা সড়ক ———
 - কাঁচা সড়ক = = = =
 - নদী ~ ~ ~ ~



চতুর্থ অধ্যায়

খানা ও উপজেলা প্রশাসন : খামরাই উপজেলা

এই অধ্যায়ে খামরাই উপজেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলী এবং জরীপের দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপজেলার কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য ও উপজেলার অধিবাসীদের মতামত প্রসূরিত পুরণ এবং ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য তথ্যাবলী উপজেলা পরিষদ কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

খামরাই উপজেলা একটি ত্রিভুজাভাষী ও মোটামুটি বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট উপজেলা। এই উপজেলায় ইউনিয়নের সংখ্যা ১৬টি গ্রামের সংখ্যা ৪০৯টি এবং ৪০৫৫২ টি খানা রয়েছে। উপজেলার আয়তন ১১৭ বর্গমাইল। (সারণী নং-৪*১)

সারণী নং-৪*১

ইউনিয়ন	আয়তন (বর্গমাইল)	মৌজা	গ্রাম	খানা
১৬	১১৭	৩০৬	৪০৯	৪০,৫৫২

উৎস : খামরাই উপজেলা পরিষদ কার্যালয়।

২ এবং ৩ নং সারণীতে খামরাই উপজেলার জনসংখ্যার গঠন, ঘনত্ব এবং বিভিন্ন পেশায় বিভাজিত জনগণের সংখ্যা দেয়া হয়েছে। উপজেলার মোট লোকসংখ্যা ২৬৫৫২০ এবং প্রতি বর্গমাইলে ২২৭০ জন লোক বসবাস করে (বর্গকিলোমিটারে ৮৭৭ জন)। এদের মাঝামিছ জমির পরিমাণ ০*২৮ একর।

সারণী নং-৪*২

পুরুষ	মহিলা	মোট	ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
১০৪১০৮	১০১৪১২	২০৫৫২০	২২৭০

উপজেলার জনসংখ্যার বেশীর ভাগ কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত। এই সংখ্যা উপজেলার বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত ৫১৪৫৬ জনের মধ্যে সরাসরি কৃষি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিতের সংখ্যা হচ্ছে ৪৯৯৪৬ জন এবং বাকী ১৫১০ জন কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত। এছাড়া জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দিঙ্গোপাদন ও ব্যবসার সাথে জড়িত।

সারণী নং-৪*৩

পেশাগত শ্রেণী বিভাগ :-

কৃষি	শিল্প	ব্যবসা	অন্যান্য
৫১৪৫৬	১৭৬৪	৩৬০৭	১২০২১

খামরাই উপজেলায় কৃষিভূমির পরিমাণ মোট ৭৪,৮৮০ একর। এর একটি বড় অংশই অনাবাদী। এই অনাবাদী জমির মধ্যে ২০০৬০ একর জমি বর্তমানে আবাদ যোগ্য নয়। আবাদ যোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ ১১০ একর। (সারণী নং-৪*৪)।

সারণী নং-৪*৪

কৃষি পরিবর্তনের সংখ্যা ও বিভিন্ন ধরনের জমির পরিমাণ :

কৃষি পরিবর্তনের সংখ্যা	আবাদী জমির পরিমাণ	অনাবাদী জমির পরিমাণ	আবাদ যোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ
৪১৭৩৭	৫৪৫৮০	২০২৮০	১২০

৫৩৬ নং সারণীতে উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। এখানে ৩টি কলেজ, ১২টি জুনিয়র ও উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫৫টি এবং ১৬টি মাদ্রাসা রয়েছে। ৩টি কলেজের ১টিকে সরকারী করা হয়েছে। তবে কলেজটি এখনো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের রয়েছে।

সারণী নং-৪*৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

কলেজ	উচ্চ বিদ্যালয়	জুনিয়র হাই স্কুল	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাদ্রাসা
৩	১৮	৪	১৪০	১৫	১৬

ধামরাই উপজেলায় মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ৫৭১৭৭। এই সংখ্যা উপজেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২১*৫২।

সারণী নং-৪*৬

শিক্ষিত জনসংখ্যা এবং শিক্ষিতের হার :

মোট	শিক্ষিতের সংখ্যা		মোট	শিক্ষিতের হার (%)	
	পুরুষ	মহিলা		পুরুষ	মহিলা
৫৭১৭৭	৩৭৭২৩	১৯৪৫৪	২১*৫২	৬৫*১৭	৩৪*০২

ধামরাই উপজেলায় বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ৭ ও ৮ নং সারণীতে এগুলোর পরিসংখ্যান দেয়া হলো। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে মসজিদ, মন্দির, ইদগাহ, হাট, ব্যাংক, মিল-কারখানা, ডাকঘর ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য যে, ধামরাই উপজেলা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু জন অধ্যুষিত এলাকা। তাই এখানে হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও তুলনামূলক ভাবে কম নয়। এখানে মিল / কারখানাও বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রয়েছে। এর মাঝে উপজেলা সদরেই বেশীর ভাগ কারখানা-স্থাপিত হয়েছে। ২২ টি কারখানার মধ্যে ১৫টি ধামরাই ইউনিয়নে অবস্থিত।

সারণী নং- ৪*৭

ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ :

মসজিদ	ইদগাহ	মন্দির	হাট / বাজার	ব্যাংক	ডাকঘর	মিলকারখানা
৩৫৮	১৮৬	১০৭	২৭	১০	২১	২২

ধামরাই উপজেলায় ২১৬টি সমবায় ও ৩৮৫টি পল্লী উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে।

সারণী নং- ৪*৮

সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ :

সমবায় বিভাগ	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা
২১৬	৩৮৫

সমবায় বিভাগের অধীনে রয়েছে ১৬টি ইউ, সি, এম, পি, এস, । কৃষক সমিতি ১০৫টি, সঞ্চয় ও ঋণ দান সংস্থা ৬১টি, এছাড়া অব্যবসায়িক ৩৪টি সংস্থা। পল্লী উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে রয়েছে ৩১০টি কৃষক, ৪৮টি মহিলা ও ২৭টি বিত্তহীনদের সমিতি ।

১ ও ১০ নং সারণীতে খায়রাই উপজেলার স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা ও অব্যবসায়িক সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখানো হয়েছে । উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনামূলক সংস্থার সংখ্যা মোট ২০টি । ১৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭টি ইউনিয়নে স্থানীয় উপকেন্দ্র রয়েছে, ১০টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে একটি করে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে । মাতৃচু ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে ১টি করে ৬টি ইউনিয়নে ।

সারণী নং-৪*৯

ইউনিয়ন স্থানীয় উপকেন্দ্র	পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	মাতৃচু ও শিশু কল্যাণমূলক কেন্দ্র/ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
৭	১০	৬

এছাড়া স্বেচ্ছাসেবা মূলক ২টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে । বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন ও কিছু সংখ্যক কুটির শিল্প কেন্দ্র উপ উপজেলায় রয়েছে ।

সারণী নং-৪*১০

সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান :

স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন	পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	কুটির শিল্প
৫৫	২	৪

খামরাই উপজেলায় সুন্দর সংখ্যক খোন্টী কার্ফ, প্রজনন কেন্দ্র ও পশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর সর্বমোট সংখ্যা ১২টি। এর মাঝে একটি ইউনিয়নে দুখু পশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক মৎস্য চাষের উপযুক্ত পুকুর রয়েছে যার মধ্যে মোট আয়তন ২৯৪*১২ একর। কিন্তু এর বেশীর ভাগ পুকুরই অনাবাদী। (সারণী নং-১১)

সারণী নং- ৪*১১

মৎস্য চাষের পুকুর ও পশুপালন কেন্দ্র :

মিনি পলি কার্ফ	কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র	পশুপালন কল্যাণ কেন্দ্র	আবাদী পুকুর	অনাবাদী পুকুর
৭	৪	১	১০৮	২২৯

খামরাই উপজেলার সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমাণ ১৫০ একর। এই পরিমাণ মোট আবাদী জমি ৫৪,৫৮০ একরের একটি বণবা অংশ। এখানে গভীর নলকূপ রয়েছে ২০৯টি, অগভীর নলকূপ ৪৪২টি ও ১৮৯টি পাওয়ার পাম্প রয়েছে। এছাড়া দুর্ন ও খালের সাহায্যে কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয় (সারণী নং-১২)

সারণী নং-৪*১২

সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমাণ (একরে) :

পাওয়ার পাম্প	নলকূপ	দূর্ন	খাল	অন্যান্য	মোট
৪৬	০৫	১২	২	৫৫	১৫০

রাজধানী থেকে খামরাই উপজেলার দুরত্ব ২৪ মাইল। জেলা সদর থেকে উপজেলায় সরাসরি বাস সার্ভিস রয়েছে। এছাড়া লক্ষ ও নৌকায়ও যাতায়াত করা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, সুখীনতার পূর্বে ঢাকার সাথে খামরাই উপজেলার (তৎকালীন ধান) মধ্যে সরাসরি বাস চলাচল ছিল না।

কারণ খামরাই উপজেলার শীমানা যেখান থেকে শুরু সেখানে পার্শ্ববর্তী উপজেলা সাতার ও খামরাইর মাঝখানে দিয়ে প্রবাহিত বংশাই নদীর উপর কোন সেতু ছিল না। তাই সাতারের সেতুপ্রাপ্ত পর্যন্ত সরাসরি বাস সার্ভিস ছিল এবং কেরী অথবা জৌকামেদে বদী পার হয়ে খামরাই উপজেলায় যাতায়াত করতে হতো। সুখীনতার পর ১৯৭৪ সালে সেতু নির্মাণের পর রাজধানীর সাথে খামরাইর যোগাযোগ সহজতর হয়েছে (সারণী নং-১০)।

সারণী নং- ৪*১০

সড়ক ও যাতায়াত ব্যবস্থা : (মাইলে) :-

পাকা সড়ক	আধা-পাকা সড়ক	কঁচা সড়ক	জেলা সদরের সাথে দুরত্ব (মাইল)	জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা
১৫	১০	১১৫	২৪	বাস, লক্ষ, নৌকা

উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ :

এই অংশে চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাবলী ও সাক্ষাৎকার পর্বটিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

খামরাই উপজেলা পরিষদের ১৬টি ইউনিয়নের ১৬ জন চেয়ারম্যান, সরকারী অফিস সমূহের ১৬ জন কর্মকর্তাসহ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাহায্যকার প্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদের সরকারী সদস্যবৃন্দের অধিকাংশই কর্মহীন বহু। ১৭ জন সদস্যের ১১ জনের পূর্বের কোন চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই। বাকী ৬ জনের ১ জন একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং ৫ জনের সরকারী চাকুরীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই কর্মকর্তাদের ১ জনের ১ বৎসরের, ১ জনের ১৫ বৎসরের, ১ জনের ১২ বৎসরের, ১ জনের ৩৬ বৎসরের ও ১ জনের ২২ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সারণী নং-৪-১৪

সরকারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ও মাসিক বেতন :

নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	মাসিক বেতন (সর্বমোট)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার	এম, এম, সি	৩৬	২৯২৫/=
মৎস্য অফিসার	বি, এ, ডি	৩০	৩০০০/=
প্রকল বাসুবাণ্যন অফিসার	ডিগ্রেশন (ইঞ্জি)	৩০	২০০০/=
পল্লী উন্নয়ন অফিসার	এম, এম, সি	৪০	৩০০০/=
সমবায় অফিসার	বি, এ	৪২	৩২৫০/=
রাজস্ব অফিসার	বি, এ	৫৬	৩৪৭৫/=
কৃষি অফিসার	বি, এম, সি	৩০	২৪০০/=
মহিলা বিষয়ক অফিসার	এ বি, কন	৩৭	৩০৭৬/=
সমাজ সেবা অফিসার	এম, এম, এম	৩০	২৪০০/=
স্টেডিয়াল অফিসার	এম, বি, বি, এম	২৯	৫০০০/=
সহকারী মৎস্য অফিসার	বি, এম, সি	২৯	২৯৫০/=
শিক্ষা অফিসার	এম, এ	৪২	৩৫০০/=
উপজেলা প্রকৌশলী	বি, এম, সি (ইঞ্জি)	৩৮	৩০০০/=
উপজেলা ম্যাগিস্ট্রেট	এম, এ	৩০	২৯০০/=
সহকারী জজ	এল, এল, বি	৩৫	৩০০০/=
আনসার ও ডি, ডি, সি অফিসার	বি, এম, সি	৩২	২৯০০/=
ভারপ্রাপ্ত অফিসার (খানা)	এম, এ	৩০	২৩৫০/=

সরকারী সদস্যদের অধিকাংশেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্নাতক পর্যায়ের। মাত্র ৫ জনের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রী রয়েছে। উল্লেখ্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের একাধিক চাকুরীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি জেলা পরিষদের সচিব হিসেবে ৩ বৎসর চাকুরী করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবেও কয়েক বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তাঁর একাধিক প্রশিক্ষণও রয়েছে। তবে উপজেলার সরকারী কর্মকর্তাদের অধিকাংশেরই প্রশিক্ষণ রয়েছে। (সারণী নং-১৫) তাদের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ মোট ৩ জনের রয়েছে একাধিক প্রশিক্ষণ ও ৪ জনের কোন ধরনের প্রশিক্ষণ নাই।

সারণী নং-৪*১০

সরকারী সদস্যদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার	শিল্পিত অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (কোট্টা)	আইন ও প্রশাসনিক কোর্স	আইন ৬ মাস প্রশাসন ৬ মাস	ঢাকা
মৎস্য অফিসার	--	--	--	--
প্রকল বায়ু বায়বন অফিসার	বাংলাদেশ আব- হাওয়া অফিস	দুর্যোগ মোকাবেলা প্রশিক্ষণ	১ মাস	ঢাকা
পল্লী উন্নয়ন অফিসার	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	৩ মাস	কোটবাড়ী কুমিল্লা
সমবায় অফিসার	বাংলাদেশ সমবায় মহাবিদ্যালয়	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	৪ মাস	কোটবাড়ী কুমিল্লা
রাজস্ব অফিসার	অর্থ বিভাগ	সার্ভিসেস্টেটমেন্ট	২ মাস	হবিগঞ্জ
কৃষি অফিসার	--	--	--	--
মহিলা বিষয়ক অফিসার	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মহিলাদের ব্যবস্থা- পনা হিসাব শাস্ত্র	৬ মাস	ঢাকা
সমাজ সেবা অফিসার	রিসোর্স অপরায় সংশোধনের প্রতিষ্ঠান	কিশোর অপরায়ের কারণ ও সংশোধন	৩ মাস	টংগী, ঢাকা
স্বয়ংক্রিয় অফিসার	১) বিপসম ও ২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১) ট্রেনিং, ইনট্রেনিং টেকনোলজি ও ২) রেডিওলজি	১) ১২ দিন ২) ৬ মাস	ঢাকা
সহকারী মৎস্য অফিসার	মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা	১৫ দিন	রায়পুর, নেয়ামালা
বিদ্যা অফিসার	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী	গণশিক্ষা উন্নয়ন	৩ মাস	কোটবাড়ী কুমিল্লা
উপজেলা প্রকৌশলী	--	--	--	--
উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট	বাংলাদেশ শিল্পিত সার্ভিস একাডেমী	--	৪ মাস	ঢাকা
সহকারী জজ	--	--	--	--
আবসার ও ডি, ডি, পি অফিসার	১) আবসার ও ডি, ডি, পি অধিদপ্তর ২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী	১) সাময়িক প্রশিক্ষণ ২) উপজেলা প্রশাস- নিক প্রশিক্ষণ	১) ৩ মাস ২) ১২ দিন	সবীপুর কুমিল্লা
তারপ্রাপ্ত অফিসার (বান্য)	পুলিশ একাডেমী	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১ বৎসর	সারদা রাজশাহী

খামরাই উপজেলায় ১৬টি ইউনিয়ন রয়েছে এবং ১৬ জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বঙ্গে উপজেলা পরিষদের সদস্য। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সহ মোট ১৭ জন প্রতিনিধি সদস্যের সন্নিবেশ নেয়া হয়েছে। এই সদস্যদের সকলেই অবলম্বন পরিষদের। তাঁদের কারোরই মাসিক আয় ৫ হাজার টাকার নিচে নয়। এবং ১৭ জনের মধ্যে ১০ জনই একাধিক পেশায় নিয়োজিত। সকলেরই চাকুরী বা কৃষি কার্যের পাশাপাশি ব্যবসা রয়েছে। ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নং সারণীতে এই সদস্যদের পেশা মাসিক আয়, বয়স শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

সারণী নং-৪*১৬

প্রতিনিধি সদস্যদের পেশা (চেয়ারম্যান সহ) :

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কৃষি	৩ জন	১৭*৬৪
ব্যবসা	৪ জন	২০*৫২
শিক্ষা	১০ জন	৫৮*৮২

প্রতিনিধি সদস্যদের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব বাড়ী ও জমি রয়েছে। ৩ জন নিজস্ব বাড়ীতে থাকেন না। তবে তাঁদের উপস্থিত বাড়ী আছে।

সারণী নং-৪*১৭

প্রতিনিধি সদস্যদের মাসিক আয় :

মাসিক আয়	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
৫০০ এর নিচে	--	-
৫ - ৭ হাজার	১২	৭০*৫৮
১০,০০০ বা এর নিচে	৫	২৯*৪১

সারণী নং- ৪*১৮

প্রতিনিধি সদস্যদের জমির পরিমাণ :

জমির পরিমাণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
৫ একরের নিচে	৫	২৯*৪১
৫ - ১০ একর	১০	৫৮*৮২
১০ একর বা তার উর্ধে	২	১১*৭৬

প্রতিনিধি সদস্যদের অধিকাংশেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত। উপজেলা চেম্বার ম্যান্যনের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক আর প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে মাত্র ১ জনের (সারণী নং-৪*২০)। এছাড়া সদস্যদের বয়স ৩৫ - ৫০ এর মধ্যে। ৫০ এর উর্ধে বয়স মাত্র ১ জন সদস্যের।

সারণী নং-৪*১১

প্রতিনিধি সদস্যদের বয়স :

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (x)
৩৫ এর নিচে	০	১৭*৬৪
৩৫ - ৪৫	১০	৫৮*৮২
৪৫ - ৫০	০	১৭*৬৪
৫০ এর উপরে	১	৫*৮৮

সারণী নং- ৪*২০

প্রতিনিধি সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা :

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার (x)
প্রাথমিক	১	৫*৫৮
মাধ্যমিক	৪	২০*৫২
উচ্চ মাধ্যমিক	৭	৪১*১৭
স্নাতক	০	১৭*৬৪
স্নাতকোত্তর	২	১১*৭৬

উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি ও সরকারী সদস্যদের কাছে উপজেলার উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে যতামত জানতে চাওয়া হলে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পর্কে তাদের যতামত জানান, এখানে উপজেলা প্রবর্তনের পূর্বে ও পরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে সদস্যদের যতামত এর পরিসংখ্যান দেখা হলো (সারণী নং-৪*২১)।

সারণী নং-৪*২১

উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে ও বর্তমানে কোন কোন খাতে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এ সম্পর্কে উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যদের যতামত :

খাত	পূর্বে		বর্তমানে	
	সংখ্যা	শতকরা হার (%)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কৃষি	১৬	৪৭°০৫	১৮	৫২°১৪
শিলা	৪	১১°৭৬	৩০	৮৮°২০
শিক্ষা	১২	৩৫°২১	২২	৬৪°০৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	১৬	৪৭°০৫	১৮	৫২°১৪
সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১০	২৯°৪১	২৪	৭০°৫৮
গৃহায়ন	৪	১১°৭৬	৩০	৮৮°২০
বিদ্যুতায়ন	৮	২০°৫২	২৬	৭৬°৪৭
স্বাস্থ্য	১২	৩৫°২১	২৪	৬৪°০৭
স্বাস্থ্য ও পশুপালন	৮	২০°৫২	২৬	৭৬°৪৭
জনকল্যাণ	১৬	৪৭°০৫	১৮	৫২°১৪
পল্লী উন্নয়ন	১৬	৪৭°০৫	১৮	৫২°১৪
অন্যান্য	১০	২৯°৪১	২৪	৭০°৫৮

উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য ও সরকারী সদস্যদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, তাদের নিজস্ব এলাকা ও বিভাগে কোন কোন খাতে কয়টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কোন সদস্যই সঠিক হিসাব দিতে পারেন নি। তবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা চেয়ারম্যান এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে বর্তমানে গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা কৃষি খাতে ১৯টি, মিল খাতে ২টি, শিলা খাতে ১১টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে ৫টি, গৃহায়ন খাতে ৩টি, মৎস্য ও পশুপালন খাতে ৫টি, জনকল্যাণ খাতে ৩টি, পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৬টি ও অন্যান্য ১টি। তবে উপজেলা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত কোন খাতে কয়টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছিলনা বা গৃহীত হয়েছিলো এ ব্যাপারে কোন সঠিক সংখ্যা কোন সদস্যই দিতে পারেন নি। আর প্রতিনিধি সদস্যদের প্রায় কেহই তাদের এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সঠিক সংখ্যা জানতে পারেন নি। তবে যে ক'জন সদস্য সংখ্যা দিয়েছেন তাদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, সর্বাধিক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে কৃষি খাতে। এরপরই রয়েছে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে শিলা ও মিল।

উন্নয়ন মূলক কাজের সিদ্ধান্ত কি ভাবে গৃহীত হয় সে এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা চেয়ারম্যান সহ সকল সদস্যের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিলো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং সারণিতে এর পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

সারণী নং-৪*২২

উন্নয়ন মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা পর্যায়ে ইউ,এন,ও ও চেয়ারম্যানসহ
উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের মতামত :

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
জনগণের ইচ্ছা	--	--
সদস্যগণের ইচ্ছা	০	৮'৮২
চেয়ারম্যানের ইচ্ছা	৫	১৪'৭
বিতাপীয় কর্মকর্তার ইচ্ছা	১০	৩৮'২০
মন্ত্রীর ইচ্ছা	১০	৩৮'২০

সারণী নং-৪*২০

প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে ইউ,এন,ও ও চেয়ারম্যানসহ উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের মতামত :

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ইউনিয়ন পরিষদ	২২	৬৪'৭
উপজেলা পরিষদ	০	৮'৮২
চেয়ারম্যান	৭	২০'৫৮
ইউ,এন,ও	২	৫'৮৮
বিতাপীয় কর্মকর্তা	--	---
মন্ত্রীগণ	--	---

সারণী নং-৪*২৪

অনুমোদন পর্যায়ে ইউ,এন,ও ও চেয়ারম্যানসহ উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের মতামত :

যনুবা	সংখ্যা	শতকরা হারি (%)
ইউ,এন,ও	৩	৮*৮২
চেয়ারম্যান	৫	১৪*৭
উপজেলা পরিষদ	৬	১৭*৬৪
মন্ত্রণালয়	২০	৫৮*৮২

সারণী নং- ৪*২৫

বালুবাগান পর্যায়ে ইউ,এন,ও ও চেয়ারম্যানসহ উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের মতামত :

যনুবা	সংখ্যা	শতকরা হারি (%)
ইউনিয়ন পরিষদ	১০	২৯*৪১
মনোনীত প্রজেক্ট কমিটি	১৬	৪৭*০৫
নির্বাচিত প্রজেক্ট কমিটি	--	--
মিশ্র প্রজেক্ট কমিটি	--	--
ঠিকাদার	৮	২৩*৫২

সারণী নং- ৪*২৬

অর্থ প্রাপ্তি পর্যায়ে ইউ, এন, ও ও চেয়ারম্যানসহ উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের মতামত :

উৎস	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
উপজেলা পরিষদ	৮	২০*৫২
মন্ত্রণালয়	১৮	৫২*৯৪
কেবলমাত্র সরকারী অর্থ	৬	১৭*৬৪
কেবলমাত্র জনগণের ঋণ চাঁদা	--	--
কেবলমাত্র মহানীয় সরকারের অর্থ	--	--
মিশ্র	২	৫*৯৮

উপজেলা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের মতে উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিকল্পনা সরকারী পর্যায়ে অর্থাৎ মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে। এখানে জনগণের ইচ্ছা কার্যকরী নয় বলে সকলেরই অভিমত। প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে মহানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে অধিকাংশ সদস্যই একমত। মন্ত্রী পর্যায়ে ও বিভাগীয় কর্মকর্তার দ্বারা কোন প্রকল্প প্রণীত হয় না বলে সকলে একমত। তাঁদের মতে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের কোন ভূমিকা নেই। তবে প্রকল্প অনুমোদন মন্ত্রী পর্যায়েই হয়ে থাকে, অধিকাংশ সদস্য একথা বলেছেন। আর প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ও মনোবীত প্রজেক্ট কমিটির কথা প্রায় সকলেই বলেছেন। অল্প সংখ্যক সদস্য ঠিকাদারের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে নির্বাচিত ও মিশ্র প্রজেক্ট কমিটির ব্যাপারে সকলেই নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। অধিকাংশ সদস্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই উন্নয়নমূলক কাজ হয় বলে মনে

করেন। এ ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ চহবিল থেকে অর্থ প্রাপ্তির কথা বলেছেন ৮ জন। তবে শুমারি জনগণের টাঙ্গা বা স্হানীয় সরকারের অর্থ দ্বারা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হয় না বলে সকলেই জানিয়েছেন।

উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে প্রজেক্ট কমিটি রয়েছে, তা কি ভাবে গঠিত এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে অধিকাংশ সদস্যই উপজেলা পরিষদ মনোনীত বলে মত প্রকাশ করেন। তাদের সকলের মতে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত অথবা ইউনিয়ন পরিষদ মনোনীত প্রজেক্ট কমিটি নেই (সারণী নং-৪*২৭)।

সারণী নং-৪*২৭

প্রজেক্ট কমিটির গঠন সম্পর্কে ইউ, এন, ও এবং উপজেলা চেয়ারম্যানসহ উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের মতামত :-

কমিটি গঠন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ইউনিয়ন পরিষদ মনোনীত:	--	--
উপজেলা পরিষদ মনোনীত :	২৯	৮৫*২৯
সরকার মনোনীত	৫	১৪*৭
জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত	--	--

পরিষদ সদস্যদের মতে প্রজেক্ট কমিটিতে বিভিন্ন পেশার ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। তবে অধিকাংশই মনে করেন স্হানীয় সরকারের সদস্য প্রজেক্ট কমিটিতে বেশী সংখ্যক রয়েছে। (সারণী নং-৪*২৮)।

সারণী নং-৪*২৮

ক্রমিক ক্রমটিতে প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে ইউ, এন, ও এবং
চেয়ারম্যানসহ উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের মতামত :

বেশী	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সহকারী সরকারের সদস্য	১৪	৪১.১৭
শিক্ষক	৫	১৪.০৭
ডাক্তার	২	৫.৮৮
মাতবর	৬	১৭.৬৪
ব্যবসায়ী	১	২.৯৪
রাষ্ট্রনৈতিক কর্মী	৬	১৭.৬৪
অন্য বর্ষ	--	--

গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সুবিধা পাচ্ছে কোন শ্রেণী বা কোন বেশাজীবীগণ
এ ব্যাপারে উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি ও সরকারী সদস্যবৃন্দের কাছে প্রশ্ন রাখা হলে
বেশীর ভাগ সদস্যই কৃষিজীবী শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেন এবং ব্যবসায়ী ও সরকারী
কর্মকর্তাদের কথা কেউ বলেন নি। যাত্রা ১ জনের মতে প্রভাবশালী ধনীরাই এতে লাভবান
হচ্ছে (সারণী ৪*২৯)।

সারণী নং-৪*২৯

উপজেলায় বাসবায়িত প্রকল্প সমূহের সুবিধাজনকীকরণ এ সম্পর্কে
ইউ,এন,ও ও চেয়ারম্যান বিলম্ব উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের
মতামত :-

শ্রেণী	সংখ্যা	মতকরা হার (%)
দরিদ্র জনগণ	৫	১৪*৭
কৃষিছাীবি	১৪	৪১*১৭
মধ্য বিত্ত	২	৫*৮৮
ব্যবসায়ী	--	--
রাজনীতিবিদ	২	৫*৮৮
সরকারী কর্মকর্তা	--	--
প্রভাবশালী ধনী	১	২*১৪
উপজেলা সদরের অধিবাসী	৪	১১*৭৬
সকল শ্রেণী	৬	১৭*৬৪

প্রকল্পসমূহের রূপগবেষণার জন্য গ্রাম্ণ অর্ধের উৎস সম্পর্কে পরিষদ সদস্যদের
কক্ষে জনতে চাওয়া হলে তারা গুয়ী সকলেই সরকারী উৎসের কথা বলেছেন। শ্রাবণীয়
সরকারের কথাও বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য উল্লেখ করেছেন। ৩০ নং সারণীতে এর
পরিমলংখ্যান দেয়া হলে।

সারণী নং-৪*৩০

উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে ইউ,এন,ও ও জেয়ারম্যানসহ
উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের ঘণ্টামত :

অর্ধের উৎস	সংখ্যা	ঘণ্টার হার (ঃ)
সরকারী অনুদান	২০	৫৮*৮২
স্থানীয় সরকারের আয়	১২	৩৫*২৯
ব্যবসায়িক কার্য	২	৫*৮৮

ইউ,এন,ও সহ উপজেলা পরিষদের সরকারী সদস্যদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল তারা প্রকল্প সমূহের সাথে কোন পর্যায়ে জড়িত অধিকাংশই জানিয়েছেন তারা বাসুবাঈন এবং বাসুবাঈন তদারকীর সাথে জড়িত। কেবলমাত্র ১ জন পরিকল্পনা পর্যায়ে জড়িত বলে উল্লেখ করেন। ২ জন হিসাবরক্ষণের সাথে জড়িত বলে জানান। ৩১ নং সারণীতে এই পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

সারণী নং-৪*৩১

পর্যায়	সংখ্যা	ঘণ্টার হার (ঃ)
পরিকল্পনা	১	৫*৮৮
অনুমোদন	—	—
বাসুবাঈন	৬	৩৫*২৯
বাসুবাঈন তদারকী	৮	৪৭*০৫
অর্থ অবমুক্তি	—	—
হিসাব রক্ষণ	২	১১*৭৬

সরকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ ছাড়া কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা কোন উত্তর দেন নি এবং এক চুক্তিমাংশ কর্মকর্তা ইয়া সূচক উত্তর দেন । মাত্র ৩ জন কর্মকর্তা তাদের পরামর্শ বহির্ভূত প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় নি বলে জানান (সারণী- ৪*৩২) ।

সারণী নং-৪*৩২

সরকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ ব্যতীত কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে তাদের মতামত :-

সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হয়েছে	৬	৩৫*২৬
হয়নি	৪	২০*৫২
বলে ত পারবেন না	৭	৪১*১৭

উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন কোন সুবিধাজনক প্রণীতির সৃষ্টি হয়েছে কিনা এবং এই ব্যবস্থায় প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে ইউ,এন,ও চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের মতামত চাওয়া হলে অধিকাংশ সদস্য কোন ধরনের সুবিধাজনক প্রণীতির সৃষ্টি হয় নি বলে জানান । ইয়া সূচক জবাব দেন মাত্র ৬ জন এবং জবাব দানেন বিবৃত থাকেন ২ জন । আর বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তুতি সকলেই একমত ঘোষণা করেন । তাদের মতে বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে । তবে বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা সম্পর্কে কয়েকজন তাদের মতামত রাখতে পিয়ে বলেন যে, সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি, আংশিক ভাবে হয়েছে । তবে বিকেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে কেউ মতামত দেন নি ।

সারিণী ২-৪*৩৩

১২শে

উপজেলা ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের অন্তিম কোন সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে ইউ, এন, ও চেয়ারম্যান মহা উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের মতামত :-

সমুহ	সংখ্যা	বচকরা হার (%)
ইয়া	৬	১৭*৬৪
না	২৬	৭৬*৪৭
বলতে পারবেন না	২	৫*৮৮

উল্লেখ্য যে, যে সকল সদস্য সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টির প্রশ্নকে মতামত রেখেছেন তারা সকলেই দু'টি শ্রেণীর কথা বলেছেন। একটি যথা সুচ্যুতোগী টাউট শ্রেণী ও অপরটি ঠিকাদার শ্রেণী। টাউট শ্রেণীর নামকরণ করেছেন ৪ জন। আর দু'জন বলেছেন ঠিকাদার শ্রেণীর কথা।

উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্যদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যে তারা কেউ কোন ধরনের সুস্বাসনগী সংগঠনের সাথে জড়িত কিনা। উদের মধ্যে ১১ জন এ ধরনের সংগঠনের সাথে জড়িত থাকার কথা বলেছেন - আর ৫ জন কোন সংগঠনের সাথে জড়িত নন। যারা জড়িত আছেন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আবার একাধিক সংগঠনের সাথে জড়িত। তবে বেশী সংখ্যকই একটি সংগঠনের নাম উল্লেখ করেছেন (সারিণী ২-৪*৩৪)।

সারণী নং- ৩*৩৪

সুচ্ছোসেবী সংগঠনের সাথে প্রতিনিধি সদস্যদের সম্বন্ধ (চেয়ারম্যান সহ) :-

সংগঠন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সমাজকল্যাণ মূলক	৮	৪৭°০৫
সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক	৪	২৩°৫২
খেলাধুলাসংক্রান্ত	২	১১°৭৬
কোনটাইতে জড়িত নন	৫	২৯°৪১

সমাজকল্যাণ মূলক সংগঠনের সাথে রয়েছে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা কয়টি । এছাড়া, খেলাধুলা সংক্রান্ত ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্লাব, শিশু ক্লাব এ সকল সংগঠনের সাথে প্রতিনিধি সদস্য গণের অধিকাংশই জড়িত রয়েছেন ।

রাজনৈতিক দলের সাথে প্রতিনিধি সদস্যদের সম্বন্ধ আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে তাদের অধিকাংশই কোন দলের সাথে জড়িত নন বলে জানান । যারা রাজনীতির সাথে জড়িত তাদের বেশীর ভাগই সরকারীদল করেন । তবে একটি বিখ্যাত লক্ষণীয় যে, যারা বর্তমানে সরকারীদল করছেন তাদের প্রায় সকলেই পূর্বে আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত ছিলেন বলে জানান এবং আর একটি তথ্য ও তারা জানান যে, তাদের সমর্থকদের একটি বিস্তারিত অংশ আওয়ামী লীগের সমর্থক । রাজনীতির সাথে জড়িত প্রতিনিধি সদস্যদের কয়েকজন যাত্রা জীবন থেকেই রাজনীতি করতেন । তবে বেশীর ভাগ পরবর্তীতে আসেন । এই সদস্যদের কেউ কেউ পারিবারিক সূত্রে রাজনীতির সাথে জড়িত বলে জানান । মুসলিম লীগের সমর্থক যিনি তাঁর পিতাও মুসলিম লীগ করতেন বলে উল্লেখ করেন । এছাড়া আরও একজন সদস্যের পিতা

সারণী নং-৪*৩৫

রাজনৈতিক দলের সাথে প্রতিবিধি সদস্যদের সম্পর্ক (চেয়ারম্যানসহ) :-

দলের নাম	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
জাতীয় পার্টি	৬	৩৫*২৯
আওয়ামী লীগ	৩	১৭*৬৪
বি,এন,পি	১	৫*৮৮
মুসলিম লীগ	১	৫*৮৮
দল করেন না	৬	৩১*১৭

রাজনীতি করতেন। তবে গ্রাম সত্বেই পরিবারের কোন রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নেই বলে জানা।

খানা ও উপজেলা প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনা :-

উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সকল সরকারীকর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদের প্রতিবিধি সদস্যদের কাছে খানা ও উপজেলা প্রশাসনের পার্থক্য, বর্তমান প্রশাসনের সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি ব্যাপারের সম্বন্ধে জানা হলে তারা প্রত্যেকই পৃথকভাবে তাদের সম্বন্ধে ব্যক্ত করেন এবং এই ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ রাখেন। এ প্রসঙ্গে উপজেলা প্রশাসনে বিরাজমান সমস্যা সমূহকে তারা চিহ্নিত করেন।

খানা ও উপজেলা প্রশাসনের পারিষ্কার হিসেবে বঙ্গ সরকারী কর্মকর্তা একটি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যেটা হচ্ছে উপজেলা প্রশাসন পুনর্বিভক্ত হওয়ায় প্রশাসন জনগণের কাছাকাছি এসেছে। শিক্ষানু গ্রহণ ও কানুনায়ন সনাতনীয় পর্যায়ে হচ্ছে পূর্বে যা জেলা পর্যায়ে হতো। উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ সহজতর হয়েছে। এছাড়া বিচার বা ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে আসতে জনগণ তাদের এলাকাতেই বিচারের সুযোগ পেয়েছে। পূর্বের খানা প্রশাসনে যে সুযোগ ছিল না। পারিস্কারিক আদালত হওয়াতে মহিলাদের সুবিধা হয়েছে বলে অনেকে উল্লেখ করেন। অনেক বয়স উচ্চ পর্যায়ে অতিরিক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের কলে, সনাতনীয় পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীলতা কেড়েছে। তাদের মতে খানা প্রশাসনে সমন্বয়কারী হিসেবে সার্কেল অফিসার ততটা কমতালী ছিলেন না। কিন্তু বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই ত্রুটি দূর করা হয়েছে। আবার দু' একজন কর্মকর্তা জন্মন উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট খানা ও উপজেলার পারিষ্কার দেখাতে বলেন যে পূর্বের খানা প্রশাসনের কয়েকটি বিভাগের সাথে দু'তন করে কয়েকটি বিভাগ যুক্ত করা হয়েছে। ফলে পূর্বে কম সংখ্যক বিষয়ে সুবিধা পাওয়া যেত তার বর্তমান কিছু বেশী পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া তিনি জানান যে, পূর্বে সরকারী কর্মকর্তাদের উন্নয়ন কার্যের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু বর্তমান প্রশাসনে এরূপ হয়না ফলে কাজ তিকমত হয়। এছাড়া, পূর্বে প্রজেক্ট কমিটির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের উন্নয়ন কার্যের জন্য অর্থ দেয়া হতো। কিন্তু এতে অর্থ ব্যয় সুলভভাবে হতো না। বর্তমানে উপজেলা ব্যবস্থায় ঠিকাদারদের দ্বারা এরূপ কাজ করানো হয়ে থাকে।

সরকারী কর্মকর্তাদের অনেকেই উপজেলা ব্যবস্থায় তাদের সু-সু বিভাগের সমস্যা ও ত্রুটি সমূহ উল্লেখ করেছেন। আইন সূত্রনা ও বিচার বিভাগের সাথে জড়িত যেমন ওসি, ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী জজ, আনসার ও ডি, ডি, পি কর্মকর্তা) কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন যে, যোগাযোগ বা ব্যবহার জন্য ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহনের অভাবে গুটানু অঞ্চলে কোন অগ্রগতি সংঘটিত হলে বা দুর্ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনেক সময় সনাতনীয় চাপের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ফোর্সের অভাব রয়েছে বলে খানার জরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, সম্পূর্ণ উপজেলার জন্য মাত্র ২০ জন পুলিশ রয়েছে। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর মতে বা তিন গুণ আবেশন

বসতঃ অপর পক্ষে হস্তরাশি করার জন্য শিখা মাথলা দায়ের করার কলে মাথলা সংখ্যা বেড়েছে । এছাড়া, অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপারে জনগণ আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছে । উদাহরণ দেখাতে গিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট মাথলা কথা উল্লেখ করেন ।

সরকারী কর্মকর্তাগণ প্রায় সকলেই একটি অসুবিধার কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে অদের ভোটাধিকার নেই বলে উন্নয়নমূলক কার্যে তাদের মতামত চেয়ার সুযোগ নেই । কোন ক্ষমতা প্রথমেই কেলে তারা মতামত দিতে পারেন না অথচ কার্যের জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয় । তারা জানান যে, পরিষদ কর্মকর্তাদের মতামত চেয়ার সুযোগ ছিল এবং বর্তমানে চেয়ারম্যান এর হাতে অত্যধিক ক্ষমতা সোচরীভূত হয়েছে বলে কর্মকর্তাগণ উল্লেখ করেন । আর এ সমস্যা ব্যাপারে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেন ।

কর্মকর্তাদের কি হু সংখ্যক উপজেলা প্রবর্তনের পর শিকা ব্যবস্থার অবনতি ঘটেছে বলে উল্লেখ করেন । উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানান যে, উপজেলার কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন পরীক্ষাই অনুষ্ঠিত হয় না । তাঁর মতে পরীক্ষা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়েই গাফা উচিত । তবে উপজেলা শিকা অফিসার জানান যে, উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কলে তাঁর বিভাগীয় কাজের কলে কোম্পানি পরিবর্তন ঘটেনি ।

সরকারী কর্মকর্তাদের কয়েকজন, যেমন - পরী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও মৎস্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরোধিতার জন্য তাঁরা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং প্রদাননে ত্রিমুখিত বা ত্রিমুখের বিরাপতার অভাব রয়েছে বলে জানান । মৎস্য কর্মকর্তা একথা বলেন যে, মৎস্য উন্নয়নের যবেল্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বর্গের চাপের মুখে তিনি কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে পারছেন না । এছাড়া, চেয়ারম্যান কিছু কিছু স্থানীয় ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুযায়ী তলেন বলে অনেকেই অভিযোগ করেন । এছাড়া, চেয়ারম্যান নিজস্ব এলাকাতে নিজ মনীয় ব্যক্তিদের অনুকূলে কাজ করেন বলে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা উল্লেখ করেন ।

চেয়ারম্যানের কর্মচার অপর্যাপ্ত সংখ্যার কথা প্রায় সকলেই বলেছেন। কর্মকর্তাদের কেউ কেউ আবার জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের যোগ্যতার বৈষম্যের কথাও বলেছেন।

পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা জানান যে, উপজেলা পরিষদ ও পল্লী উন্নয়ন অফিসের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে তুম বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। কারণ উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার এবং পল্লী উন্নয়ন অফিস সমসাময়িক বিভাগের আওতাভুক্ত।

উপজেলা সমসাময়িক কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা তাদের পদের স্থান উন্নীত করার প্রয়োজন আছে বলে জানান। এছাড়া, প্রায় সকল কর্মকর্তাই জানান যে, গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার বিন্যাস ঘটার অধীন স্থানীয় পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এবং টাউট শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা জানান যে, প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এটি ঠিক তবে কর্মচার উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

উপজেলার কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা এবং কাজের অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে কর্মকর্তাদের অর্ধেকের বেশী বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে জানান এবং স্থানীয় তহবিল আয়ের উৎস সৃষ্টির সুপারিশ করেন। একমাত্র রাজস্ব অফিসার বলেন যে, অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মেডিক্যাল অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রমুখ জানান যে, তারা আর্থিক স্থলভার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারছেন না। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জানান যে, এজন্য তিনি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কাজ করে যাচ্ছেন সেটা তার বিভাগের মুখ্য কাজ নয়। আর প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জানান যে, উন্নয়ন কাজের ৩০% ভাগই ^{এ কাজের} বিবিধয়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে হয়ে থাকে।

অর্থ অসম্পূর্ণতার পন্থাভিত্তিক নির্মূল্যতা ও জটিলতার কথাও কর্মকর্তাগণ উল্লেখ করেন। তারা জানান যে, একে একই কাজ দু'তিন বার করা হয়। পূর্বে অর্থ সংক্রান্ত এ, ডি, অফিসেই সম্পাদিত হতো এখন উপজেলা পরিষদে পাশ করে বিসিটি এ, ডি, অফিসে পাঠানো হয়

এবং এ, ডি অফিস থেকে তা' ব্যাংকে পাঠানো হয়। ব্যাংক থেকে বিলটি পুনরায় এ, ডি, অফিসে পাঠানো হলে সেখান থেকে বিলটি বিতরণে আসে।

তাই অনেকে মনে করতেন আগেই কমিটি থাকলেই ভাল হতো। দু' একজন কর্মকর্তা জবাব যে, আর্থিক ব্যাপারে স্নাতক কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও চেয়ারম্যান বা এসের যে কোন একজন এককভাবে সিদ্ধান্ত নিলে কমিটিটি সহজতর হতো। উপজেলা মেডিক্যাল অফিসার জবাব যে, তার বিভাগ উপজেলা প্রশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথচ তার এবং বিতরণের সকল কর্মচারীদের বেতন চাকার অফিস থেকে পুমান করা হয়। এতে বেশ সমস্যা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপজেলা পরিষদের প্রতিবিধি সদস্য পদের সকলেই জবাব যে, তারা সকল কাজ উপজেলাতেই সম্পাদন করতে পারেন। একে তাঁদের সুবিধা হতো। অবশ্য ব্যাপারে তারা খানা ও উপজেলা ব্যবস্থার মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই বলেই জবাব। তবে অর্ধ সর্বশেষ বিষয়ে তারা সরকারী কর্মকর্তাদের অনুগ্রহ মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতে অর্ধ বরাদ্দ উন্নয়ন কাজের জন্য যথেষ্ট নয়। সদস্যদের সকলেই যে অসুবিধার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন পুনরায় সাথে উপজেলা সদস্যদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। এজন্য তারা সঠিক ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বলেন। এছাড়া প্রতিবিধি সদস্য পদ উপজেলা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ের আয়ের উৎস কমে যাওয়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যত প্রকাশ করেন যে, স্থানীয় পর্যায়ের আয়ের উৎসের দু' একটি ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত করা উচিত।

উপজেলার অধিবাসীরা :-

এই পবেক্ষণা বিবন্ধে রমুল উদ্দেখ্য হচ্ছে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রায় কোন সুফলদায়ক পরিবর্তন এসেছে কিনা এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা। এজন্য উপজেলা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক দিয়ে তাঁদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রথমত পূরণের মাধ্যমে তাঁদের

মতামত গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন পেশাজীবী কৃষক এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার বিভিন্ন পেশাজীবীর মাঝেও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ মতামত নেয়া হয়েছে।

যেমন কৃষকদের মাঝে ধনী কৃষক, মাঝারী ধরনের ও ভূমিহীন কৃষক সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চাকুরী জীবীদের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্কুল ও কলেজের শিক্ষক সকলের মতামত নেয়া হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অধ্যয়নরতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাধারণ ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মতামত নেয়া হয়েছে। ৩৬ বৎসারগত উপজেলার অধিবাসীদের পেশা, সংখ্যা, পরিবারের মাসিক আয় ও পরিবারের গঠন ইত্যাদির পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

সূত্রণী ১১-৪:৩৬

উপজেলার অধিবাসীদের সংখ্যা, পেশা, পরিবারের মাসিক আয় ও পরিবারের গঠন :-

পেশা	সংখ্যা	মতকরা হার (%)	পরিবারের মাসিক আয়					পরিবারের গঠন			
			১৫০০ টাকার নচে	১৫০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা	২৫০১ থেকে ৩৫০০ টাকা	৩৫০১ থেকে ৪৫০০ টাকা	৪৫০০ থেকে উপরে টাকা	৪ জনের কম সদস্য	৬ জনের কম সদস্য	৮ জনের কম সদস্য	৮ জনের উপরে
কৃষক	১০	৮.৯২	২	২	২	১	৪	২	৫	২	২
ব্যবসায়ী	২২	১৯.৬৪	-	-	-	১	২১	৬	১০	২	১
চাকুরীজীবী	১০	৮.৯২	১	১	২	১	৫	৮	১	১	-
ভূমিহীন কৃষক	৮	৭.১৪	৬	২	-	-	-	১	৪	২	১
দিনমুজুর	২০	১৭.৮৪	২০	-	-	-	-	৪	১২	৩	১
ধর্মীয় পেশাজীবী	৮	৭.১৪	৫	১	১	১	-	-	২	৫	১
ছাত্র	১৪	১২.৫	১	২	২	৪	৫	৫	৭	১	১
বেকার	১৮	১৬.০৭	১০	২	১	৪	১	৬	৭	৩	২
অন্যান্য	২	১.৭৮	-	-	-	-	২	১	১	-	-
মোট	১১২	১০০	৪৪	১০	৮	১২	৪০	৩২	৫২	১১	২

সারণী নং-৪*৩৭

উপজেলা অধিবাসীদের বৈবাহিক অবস্থা :-

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বিবাহিত	৬৫	৫৮*০৩
অবিবাহিত	৩৪	৩০*৩৫
ডালকপ্রাপ্ত	৫	৪*৪৬
বিগতীক	৮	৭*১৪

সারণী নং-৪*৩৮

উপজেলার অধিবাসীদের বয়সের পরিসংখ্যান :-

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২৫ এর বীচে	১০	৮*৯২
২৫-৩০	২৩	২০*৫০
৩০-৩৫	২৭	২৪*০১
৩৫-৪০	২০	১৭*৮৫
৪০-৪৫	১৮	১৬*০৭
৪৫-৫০	৮	৭*১৪
৫০-এর উপরে	৬	৫*৩৫

সারণী নং-৪*৩৯

উপজেলার অধিবা নীলের বিকাশিত যোগ্যতা :-

বিকাশিত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার (x)
বিরুদ্ধ	১৫	১০*৩৯
প্রাথমিক	২৫	২২*৩২
মাধ্যমিক	১৯	১৩*৯৬
উচ্চ মাধ্যমিক	২৬	২০*২১
শ্রাচক	২০	১৭*৮৫
শ্রাচকোত্তর	৭	৬*২৫

উপজেলা ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের পূর্বে এবং পরে কোন কোন কেসে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এ বিষয়ে উপজেলাবাসীর মতামত জানতে চাওয়া হলে তাদের মতামত দেখা যায় যে, উপজেলা ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের পূর্বে সর্বাধিক উন্নয়ন হয়েছে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা খাতে এবং পুষ্টি খাতের পক্ষে বলেছেন সবচেয়ে কম সংখ্যক ব্যক্তি (সারণী নং-৪*৪০)।

সারণী নং-৪*৪০

উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে বিস্তৃত ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক
ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে উপজেলাবাসীর মতামত :-

খাত	ইয়া		বা	
	সংখ্যা	দশকরা হার (%)	সংখ্যা	দশকরা হার (%)
কৃষি	৮৫	৭৫*৮৯	২৭	২৪*০৯
শিক্ষা	৩৫	৩৯*২৫	৭৭	৬৮*৭৫
শ্রমিক	৮০	৭৯*৪২	৩২	২৮*৫৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৭৫	৬৬*৯৬	৩৭	৩৩*০৩
সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	৯২	৮২*৯৪	২০	১৭*৮৫
পুষ্টি	৫	৪*৪৬	১০৭	৯৫*৫৩
বিদ্যুৎ	৮০	৭৯*৪২	৩২	২৮*৫৭
সংস্কৃতি	৩৮	৩৩*৯২	৭৪	৬৬*০৭
মৎস্য ও পশুপালন	১০	৮*৯২	১০২	৯৯*০৭
জনকল্যাণ	১৮	১৪*০৭	৯৪	৮৩*৯২
পল্লী উন্নয়ন	৬২	৫৫*০৫	৪০	৪৪*৬৪
অন্যান্য	২০	১৭*৮৫	৯২	৮২*৯৪

আর উপজেলা প্রবর্তনের পরেও সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিদ্যুতায়ন এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক অধিবাসী গৃহায়নের কথা বলেছেন (সারণী নং-৪*৪১) ।

সারণী নং-৪*৪১

উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সম্পর্কে উপজেলাবাসীদের মতামত :-

ক্রমিক	ইয়া		না	
	সংখ্যা	শতকরা হার (%)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কৃষি	১০	৮০°০৫	২২	১৯°৬৪
শিক্ষা	৬৫	৫৮°০০	৪৭	৪১°৯৬
স্বাস্থ্য	৬৮	৬০°৭১	৪৪	৩৯°২৮
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৮৬	৭৬°৭৮	২৬	২৩°২১
সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১০৫	৯৩°৭৫	৭	৬°২৫
গৃহায়ন	১৫	১০°০৯	৯৭	৮৬°০৬
বিদ্যুতায়ন	১০২	৯১°০৭	১০	৮°৯২
সমস্যা	৪২	৩৭°০৫	৭০	৬২°০৫
সংস্কার ও পশু পালন	২৫	২২°৩২	৮৭	৭৭°৬৭
জনকল্যাণ	২৫	২২°৩২	৮৭	৭৭°৬৭
পল্লীউন্নয়ন	৫৫	৪৯°০১	৫৭	৫০°৮৯
অন্যান্য	০০	২৬°৭৮	৮২	৭৩°২১

উপজেলা কা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে লাভবান হয়েছে কোন শ্রেণী এ ব্যা পক্ষে উপজেলাবাসীর মতামত চাওয়া হলে অধিকাংশই রাজনীতিবিদদের কথা উল্লেখ করেন । সর্বত্র শ্রেণী সমভাবে লাভবান হয়েছে এরূপ মত প্রকাশ করেন সবচেয়ে কম সংখ্যক ব্যক্তি । রাজনীতিবিদদের পরেই তারা স্থানীয় প্রভাবশালী ধর্মীদের কথা বলেন । ৪২ বং সারণীতে এর পরিসংখ্যান দেখা যাবে ।

সারণী নং-৪*৪২

উপজেলা ব্যাবস্থার কলে লাভবান হচ্ছে কারা এ সম্বন্ধে শ্রেণীগণ ভাবে উপজেলাবাসীর মতামত :-

লাভবান শ্রেণী	কৃষিজীবী		ভূমিহীন কৃষক		দিনমজুর		চাকুরীজীবী		ব্যবসায়ী		পেশাজীবী		ছাত্র	বেকার	অন্যান্য	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার				
রাজনীতিবিদ	২	২০	২	২০	৬	৩০	৪	৪০	২	৪০	২	২০	৬	৬০	৬	৬০
প্রভাবশালী ধনী	০	০০	০	০০	৪	২০	২	২০	০	০	২	২০	০	০	০	০
ব্যবসায়ী	১	১০	১	১০	০	০	-	-	১	১০	১	১০	২	২০	২	২০
মধ্যবিত্ত	১	১০	১	১০	১	১০	১	১০	২	২০	১	১০	১	১০	১	১০
কৃষিজীবী	-	-	-	-	০	০	১	১০	২	২০	-	-	-	-	১	১০
দরিদ্র জনগণ	-	-	-	-	১	১০	-	-	২	২০	-	-	১	১০	-	-
উপজেলা সদরের অধিবাসী	১	১০	১	১০	১	১০	১	১০	১	১০	১	১০	১	১০	১	১০
সরকারী কর্মকর্তা	১	১০	-	-	১	১০	-	-	১	১০	১	১০	১	১০	১	১০
সকল শ্রেণী	১	১০	-	-	-	-	১	১০	১	১০	-	-	-	-	-	-

এছাড়া উপজেলা ব্যাবস্থায় নতুন কোন সুবিধাজোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে উপজেলাবাসীগণ তাদের মতামত রেখেছেন । ১১২ জন উপজেলাবাসীর ৮০ জনই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । আর ১১ জনের কোন ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন । যারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাদের সবাই সুবিধাজোগী শ্রেণীর নাম উল্লেখ করেছেন । মোট ৮৪ জনের মধ্যে ২৮ জন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের কথা বলেছেন । ২৬ জন বলেছেন মধ্যমস্তরভোগী কর্মবিমূর্ন টাউট শ্রেণীর নাম । যারা রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের কথা বলেছেন তাদের অধিকাংশই আবার কমতাপীন দলের সাথে গড়িত ব্যক্তিবৃন্দের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন । সবচেয়ে কম সংখ্যক ব্যক্তি সরকারী কর্মকর্তাদের কথা বলেছেন । আবার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি স্থানীয় সরকারের সদস্য অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও চেয়ারম্যানদের কথা উল্লেখ করেছেন (সারণী নং-৪*৪২)

সারণী নং-৪*৪৩

উপজেলা ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ফলে নুতন কোন সুবিধাজোগী
শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে কি না এ ব্যাপারে উপজেলাবাসীর মতামত :

শ্রেণী	ইয়া		না		বলতে পারেন না	
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
কৃষিহীন	৬	৬০	২	১৬*৬৬	২	১৬*৬৬
ভূমিহীন কৃষক	৬	৭৫	-	-	২	২৫
দিন মজুর	১৬	৮০	২	১০	২	১০
চাকুরীজীবী	৭	৭০	০	০	-	-
ব্যবসায়ী	১৫	৬৮*১৮	৫	২২*৭২	২	৯*০৯
খন্দা পেশাজীবী	৫	৬২*৫	-	-	০	০
ছাত্র	১০	৭*১৪	৪	-	-	-
বেকার	১৮	১০০	-	-	-	-
অন্যান্য	১	৫০	১	৫০	-	-

নুতন ব্যবস্থাপনা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে অধিকাংশ উপজেলাবাসীই বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে যারা ইয়া সূচক উত্তর দিয়েছেন তাঁদের প্রায় অধিকাংশই জানিয়েছেন যে প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় নি। আংশিকভাবে করা হয়েছে। তবে অধি বাসীদের একটি বিরাট অংশেরই বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্ক কোন ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন। এদের সংখ্যা মোট ৩৫ জন। (সারণী নং-৪*৪৪)।

উপজেলা ব্যবস্থা পূর্বের প্রশাসনিক ব্যবস্থার চেয়ে ভাল কিনা এ ব্যাপারে উপজেলাবাসীর মতামত চাওয়া হলে বেশীরভাগ অধিবাসীই বর্তমান প্রশাসনকে আগের প্রশাসনের অনুরূপ বলে মত প্রকাশ করছেন। তার বসেছেন পূর্বের খানা প্রশাসনকেই কিছুটা অন্যভাবে প্রবর্তিত করা হয়েছে। তবে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই এই প্রশাসনকে ভাল নয় বলে উল্লেখ করেছেন (সারণী নং-৪*৪৫)।

সারণী নং-৪*৪৪

উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে উপজেলাবাসীদের মতামত (শ্রেণীগতভাবে)ঃ-

শ্রেণী	হ্যাঁ		না		ধারণা নেই	
	সংখ্যা	শতকরা হার (x)	সংখ্যা	শতকরা হার (z)	সংখ্যা	শতকরা হার (x)
কৃষিজীবী	৩	৩০	১	১০	৬	৬০
ভূমিহীন কৃষক	৩	৩৭*০৫	১	১২*০৫	৪	৫০
দিন মজুর	৬	৩০	২	১০	১২	৬০
চাকুরীজীবী	৬	৬০	০	০০	১	১০
৭র্থীয় শ্রেণীজীবী	৫	৬২*০৫	১	১২*০৫	২	২৫
হাঙ্গ	১০	৭১*৪২	৪	২৮*৫৭	-	-
বেকার	১২	৬৬*৬৬	২	১১*১১	৪	২২*২২
অন্যান্য	১	৫০	-	-	১	৫০

সারণী নং-৪*৪৫

উপজেলা ব্যবস্থা পূর্বের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে
ভাল কিনা এ সম্পর্কে উপজেলাবাসীর মতামত :-

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভাল	৩০	২৬*৭৪
ভাল নয়	১২	১০*৭১
আগের মত	৬০	৫৩*৫৭
ধারণা নেই	১০	৮*৯২
মোট	১১২	১০০

বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোতে আইন নুংখলা ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে উপজেলার অধিবাসীদের মতামত জানতে চাওয়া হলে ১১২ জন অধিবাসীর ৬১ জনই আইন নুংখলা ব্যবস্থা আগের মতোই রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন । এবং ১৪ জন বলেছেন ততো ভাল নয় এবং ৮ জন কোন মতামত দিতে পারেন নি (সারণী নং-৪*৪৬) ।

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ও উপজেলাবাসীর ধারণা আইন নুংখলা ব্যবস্থারই অনুরূপ । বেশীর ভাগ অধিবাসীই বিচার ব্যবস্থাকে পূর্বের মতোই বলেছেন ।

সারণী নং-৪*৪৬

আইন নুংখলা ব্যবস্থার সম্পর্কে উপজেলাবাসীর মতামত :-

মতাব্য	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
আগের চেয়ে ভাল	২৯	২৫*৪৯
আগের মত	৬৯	৩৪*৪৬
ততো ভাল নয়	১৪	১২*০৫
বলতে পারেন না	৮	৭*১৪

আইন নুংখলা ব্যবস্থার সম্পর্কে উপজেলাবাসীগণ বিভিন্ন মতাব্য করেছেন। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় আইন নুংখলা ব্যবস্থা ভাল ছিল কিন্তু তারপর এম্যানুয়ে অবনতির দিকে যাচ্ছে, আবার কিছু সংখ্যক অধিবাসী আইন নুংখলা ব্যবস্থার অবনতির কারণ দেখাতে গিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কমতালীম ব্যক্তিদের ছত্রছায়ায় বধাটে শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন। কিছু সংখ্যক আইন নুংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনশীল চিন্তা বলে জানিয়েছেন।

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশীর ভাগ অধিবাসীই জানিয়েছেন যে, উচ্চবিত্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণই বিচার ব্যবস্থার সুবিধা পাচ্ছে। কিছু সংখ্যক জানান যে, স্থানীয় পর্যায়ে আদালত স্থাপিত হওয়ায় মামলার সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং বিচারকদের প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বিচারের ক্ষেত্রে অযথা সময় ক্ষেপন ও ব্যয় আগের মতোই আছে। এ ব্যাপারে কোন সুবিধা হয়নি এরূপ মতাব্য করেছেন বেশ কয়েকজন।

স্মরণী নং-৪*৪৭

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে উপজেলার অধিবাসীদের মতামত :-

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
আগের চেয়ে ভাল	১১	১৬*১৬
আগের মতো	৬৪	৫৭*১৪
ততো ভাল নয়	২১	১৮*৭৫
বলতে পারেন না	৮	৭*১৪

উপজেলায় কর্তৃত্ব বিত্তীয় সরকারী অফিস সমূহের কার্যকলাপ সম্পর্কে উপজেলা অধিবাসীদের মতামত চাওয়া হলে অধিকাংশই ইউ, এন, ও অফিসের কার্যকলাপ প্রাথমিক সি, ও, অফিসের কাজের চেয়ে ভাল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এই সংখ্যা মোট অধিবাসীর অর্ধেকেরও কম। আর সর্বাধিক সংখ্যক অধিবাসীর মতে খানার (পুলিশ স্টেশন) কার্যকলাপ আগের মতোই আছে এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক, মাত্র ৪ জন ব্যক্তি খানার কার্যকলাপ আগের তুলনায় ততো ভাল নয় বলে উল্লেখ করেছেন। (স্মরণী নং-৪*৪৮)।

স্মরণী নং-৪*৪৮

উপজেলার অফিস সমূহের কার্যকলাপ সম্পর্কে উপজেলাবাসীদের মতামত :-

অফিসের নাম	আগের চেয়ে ভাল		আগের মতো		ততো ভাল নয়	
	সংখ্যা	শতকরা হার (%)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ইউ, এন, ও অফিস	৪৫	৪০*১৭	৫৭	৫০*৮১	১০	৮*১২
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস	২৪	২১*৪২	৭২	৬৪*২৮	২৬	২৪*২৮
কৃষি অফিস	১৮	১৬*০৭	৭৬	৬৭*৮৫	১৮	১৬*০৭
প্রমোশনী অফিস	১২	১০*৭১	৮০	৭১*৪২	২০	১৭*৮৫
সদস্য অফিস	১৬	১৪*২৮	৭৬	৬৭*৮৫	২০	১৭*৮৫
লাইভস্টক অফিস	৮	৭*১৪	৬২	৫২*১৪	১২	১৭*৭১
বন্দ্য অফিস	১২	১০*৭১	৮০	৭১*৪২	১০	১৭*৮৫
সমাজকল্যাণ অফিস	১৬	১৪*২৮	৮৪	৭৫	১২	১০*৭১
পল্লীউন্নয়ন অফিস	১০	৯*৮৫	৭৪	৬৬*০৭	১৬	১৬*০৭
জনসংযোগ অফিস	৮	৭*১৪	৬২	৫৫*৩৫	১২	১৭*০৫
খানার (পুলিশ স্টেশন)	১৪	১২*০৫	৬৪	৫৬*১২	১৮	১৬*০৭
রাজস্ব অফিস	১২	১০*৭১	৮২	৭০*২১	১৬	১৬*০৭

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ কেমন এ ব্যাপারে উপজেলার অধিবাসীদের প্রশ্ন করা হলে উপজেলাবাসীর অধিকাংশই সূত্রযাপ আগের মতোই বলে উল্লেখ করেছেন। আগের চেয়ে কম বলেছেন সবচেয়ে কমসংখ্যক ব্যক্তি আর ১৮ জন এ ব্যাপারে কোন ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন।

সারণী নং-৪°৪১

উপজেলা উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ সম্পর্কে উপজেলাবাসীর মতামত :

ধনুব্য	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
আগের চেয়ে বেশী	২০	১৭°৮৫
আগের মতো	৬৬	৫৮°১২
আগের চেয়ে কম	৮	৭°৮৫
বলতে পারেন না	১৮	১৬°০৭

নতুন প্রবর্তিত উপজেলা ব্যবস্থায় কি ধরনের কর্মসূচী এ ব্যাপারে অধিবাসীদের মতামত জানতে চাওয়া হলে অধিকাংশ উপজেলাবাসীই এটিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচীর মিশ্রণ বলে জানিয়েছেন। প্রায় সমসংখ্যক ব্যক্তি এটিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। তবে জনগণের একটি স্মিয়ার্ট অংশেরই এ ব্যাপারে কোন ধারণা নেই। যারা এই কর্মসূচীকে রাজনৈতিক কর্মসূচী বলেছেন তাদের প্রায় সকলের বক্তব্যই ছিল একই ধরনের সেটা হচ্ছে এই কর্মসূচী কর্মচারীদের কর্মচার কাঠামোকে দৃঢ় করার জন্য আনানো পর্যায়ের শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। যারা এটিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উভয় ধরনের কর্মসূচী হিসাবে উল্লেখ করেছেন তাদেরমতে প্রশাসন যেহেতু রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই এ দুটিকে আলাদা করা সম্ভব নয়, খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি এটিকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক কর্মসূচী বলেছেন।

সারণী নং-৪*৫০

উপজেলা বন্দাতি কি স্বল্পমূল্য কর্মসূচীএ সম্পর্কে উপজেলার অধিবাসীদের মতামত :-

ধনুবা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
স্বাভাবিক	৩৪	৩০.৩৬
প্রাথমিক	১০	৮.৯২
উচ্চ	৩৬	৩২.১৪
বসতে পারেন না	৩২	২৮.৫৭

খামরাই উপজেলার উন্নয়ন কর্মসূচীঃ

পরিচালনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদকে উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রণয়ন করতে হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বাতায়নী বরাদ্দে শতকরা হার পরিচালনা কমিশন নির্ধারণ করে এবং সেই হার ঠিক রেখে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করে এবং প্রতিটি প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। উপজেলার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যয়িত অর্থের প্রধান উৎস হচ্ছে জাতীয় সরকারের বিকট থেকে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তা মন্ত্রণালয়। উপজেলা নির্দেশিকা অনুযায়ী এই মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৪০%, আয়তনের ভিত্তিতে ২০%, জনপ্রসারতার ভিত্তিতে ২০% এবং কর্তৃত্বের ভিত্তিতে ২০%।

উপজেলা নির্দেশিকায় উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের বিশেষ কতগুলো ক্ষেত্রের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে যাতায়াত ও যোগাযোগ বা বন্দা, হাট বাজারের উন্নয়ন, পরিশূর্ত কর্মসূচী কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ইত্যাদি। এছাড়া প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সর্বোচ্চ ২ বৎসর নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং একটি প্রকল্পের উদ্ভূত অর্থ পরবর্তী অর্থ বছরের সাথে যুক্ত করার নির্দেশ রয়েছে।

৫০, ৫১ এবং ৫২ সারণীতে খামরাই উপজেলায় ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৬-৮৭ এবং ১৯৮৭-৮৮ সালে গৃহীত প্রকল্পসমূহ এবং অর্থ বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ দেখানো হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রকল্প গৃহীত হয়েছে মোট ৮০টি এবং এই প্রকল্পের বেশির ভাগই ৯ ভাগ ৩ বৎসর মেয়াদী। এর মধ্যে কিছু প্রকল্প পূর্ববর্তী অর্থ বছরে গৃহীত হয়েছিল এবং নতুন গৃহীত প্রকল্প সমূহ সম্পূর্ণ হয়নি, যেগুলো পরবর্তী অর্থ বছরে সম্পূর্ণ হয়েছে।

১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরে মোট প্রকল্প গৃহীত হয়েছে ৮০টি। এর মধ্যে কৃষি ও সেচ অবকাঠামোয় গৃহীত ৬৪টি প্রকল্পের ১৫টি সমাপ্ত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির শিল্প অবকাঠামোর সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা ২টি এবং এই অবকাঠামোতে মোট ২টি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ ১-৪-৫১

১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরের খামরাই উপজেলা পরিষদের আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাধীন প্রাপ্ত অর্থের বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ :

খাত	প্রকল্পের সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	খরচ	শতকরা হার
কৃষি ও সেচ	২২টি	১০,৭৯,৭৪৫°০০	৩,৪৯,২০৪°০০	২০°৫২%
ক্ষুদ্র কৃষ্টির শিল্প	৮টি	২,৬৪,৮৫০°০০	৩৫,০০০°০০	৫%
পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫টি	১৫,৩০,০০০°০০	৭,৮৬,২৬৬°০০	২৯°০৯%
গৃহনির্মাণ ও বসুগত কাঠামো	৩টি	৫,১৭,৭০০°০০	১,২২,১৪৯°০০	২°৮৪%
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো:				
শিক্ষা	২৮টি	৪,৩৫,৫২০°০০	৪,৩৫,৫২০°০০	৮°২৮%
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ	৫টি	৪,৫৮,২৭৫°০০	৭০,০০০°০০	৮°৭১%
একীকৃত ও সংস্কৃতি	২টি	১,৮৫,১৪৫°০০	৪০,০০০°০০	৩°৫২%
বিবিধ :				
স্বাক্ষর	--	১,০০,০০০°০০	১৮,৯২২°০০	৪°৩৬%
ইমারত সংস্কার	--	৩,০০,০০০°০০	৭৬,৭০৪°০০	৫°৭৬%
সর্বমোট :-	৮০টি	৫২,৫৯,৫০০°০০	১৯,৪৫,৩০৫°০০	

সালগণীক-৪'৫২

১৯৮৬-৮৭ অর্থ বৎসরের খামরাই উপজেলা পরিষদের বার্ষিক
উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারী প্রাপ্ত অর্থ বরাদ্দের ও খরচের বিবরণ :-

খাত	প্রকল্পের সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	খরচ	শতকরা অংশ
কৃষি ও সেচ	২৪টি	৬,৮০,২২২/=	৬,০৫,৪১৬/=	২১%
কুদ্র ও কুঠির শিল্প	২টি	২,২৭,২৭৬/=	২,৭৮,৪২৮/=	৭%
বসুগত অবকাঠামো পরিবহন যোগাযোগ	১১টি	২,৭৭,০৪০/=	২,৩৭,৮৮৬/=	৩০%
গ্রহনির্মাণ ও বসুগত কর্মসূচী	৩টি	৩,২৫,৬৮০/=	৩,০৯,১৮০/=	১০%
শিক্ষার উন্নয়ন	৬টি	২,২৭,২৭৬/=	২,০৩,৭০০/=	৭%
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ	৭টি	২,৪৪,২৬০/=	১,৫৩,১১৭/=	৭'৫%
এনিস্টা ও সংস্কৃতি	৩টি	২,৪৪,২৬০/=	৮৮,৩৩২/=	৭'৫%
ইউনিয়ন পরিষদ পৃষ্ঠক কর্মসূচী	১৬টি	২,৪৪,২৬০/=	২,৬৫,৭৫৪'৫০	৭'৫%
হস্তশিল্প দানকারী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১টি	৩,০০,০০০/=	২,৮২,২৭২'৭৭	
বিবিধ কার্যাবলী	২টি	৮১,৪২২/=	২৫,০০০/=	২'৫%
সর্বমোট	৮৩টি	১০৫,৫৬,৮০০/=	৯০,৪২,১৬২'৫০	১০০%

সারণী নং-৪*৫৩

১৯৮৭-৮৮ অর্থ বৎসরের খাতিয়াই উৎসেদা পরিষদের বার্ষিক
উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারী প্রাপ্ত অর্থের বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ :

খাত	প্রকল্পের সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	খরচ
কৃষি ও পশু	১৭	৯,০০,২০০/=	৭,১২,৪০০/=
কুম্ভ ও কুটির শিল্প	০	২,২৫,৮০০/=	১,৪০,৬৮৬/=
বসুগত অবকাঠামো পরিবহন ও যোগাযোগ	১১	১১,২৯,০০০/=	৬,৬০,০৫২/=
গৃহনির্মাণ ও বসুগত পরিকল্পনা	৪	৪,৫১,৬০০/=	১,০০,১২০/=
শিকার উন্নয়ন	৫	৪,৫১,৬০০/=	০,৮০,২৫৬/=
শিশুদের সুস্থতা সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নয়ন	-	০,০৮,৭০০/=	-
সুস্থতা ও সমাজকল্যাণ অবকাঠামো	৬	২,৪৮,০৮০/=	১,৬৪,৭০৫/=
একীড়া ও সাংস্কৃতিক	০	০,০৮,৭০০/=	১,৫২,১৫০/=
ইউনিয়ন পরিষদ পূর্ত কর্মসূচী	১৭	২,৪৮,০৮০/=	১,৪০,৫৪৪/=
ইয়ারত মেরামত	--	৫,০০,০০০/=	--
বিবিধ	২	১,৮০,৬৪০/=	৫২০/=
সর্বমোট	৬৮	৫০,১০,০০০/=	২৪,৮৮,৬০২/=

পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামোর ১১টি প্রকল্পের মাঝে সমাপ্ত হয়েছে ৭টি, গৃহনির্মাণ ও বসুগত অবকাঠামোর ৩টি প্রকল্পের মাঝে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। শিকার উন্নয়ন খাতের মোট ৫টি প্রকল্পের মাঝে ৩টি সুস্থতা ও সমাজকল্যাণ খাতের ৭টি প্রকল্পের মাঝে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। একীড়া ও সাংস্কৃতিক খাতে গৃহীত ৩টি প্রকল্পই অসমাপ্ত রয়েছে। একীড়া ইউনিয়ন পরিষদ পূর্ত কর্মসূচী সমাপ্ত হয় -১৬টি, ইয়ারত মেরামত কর্মসূচী ১টি সমাপ্ত হয়। বিবিধ কার্যাবলী খাতের ২টি প্রকল্পের মাঝে ১টি সমাপ্ত হয়েছে।

১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে খাদ্যরসাই উপজেলায় মোট ৩৯টি প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে এর মাঝে সমাপ্ত হইয়াছে মোট ৪৭টি । সমাপ্ত প্রকল্পের মাঝে রয়েছে কৃষি ও সেচ খাতে ১৪টি, কৃষু ও কৃষ্টি র খিল খাতে ২টি, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৮টি, গৃহ নির্মাণ ও বসুগত পরিকল্পনা খাতে ২টি, শিলা উন্নয়ন খাতে ৪টি, সুস্থতা ও সমাজকল্যাণ খাতে ৩টি, এম্বীড়া ও সংস্কৃতি খাতে ১টি ও ইউনিয়ন পরিষদ পূর্ত কর্মসূচী ১৭টি ।

ইয়ারক মেরামত খাতে ৫,০০,০০০/= টাকা ব্যয় করা হইয়াছে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় নি । এছাড়া ৮৭-৮৮ অর্থ বছরে শিশুদের সুস্থতা সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য একটি নতুন খাতের সৃষ্টি করে ৩,০৮,৭০০/= টাকা ব্যয় করা হইয়াছে । কিন্তু উক্ত খাতে কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি । ৮৭-৮৮ অর্থ বছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের মাঝে ৭টি প্রকল্প ৩ বছর মেয়াদী এবং ২৭ টি ২ বছর মেয়াদী । এই প্রকল্পগুলোর অধিকাংশই চলতি বছরেই সমাপ্ত হয় ।

উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী দেখা যায় যে, কৃষি খাতে প্রতিবছরই সর্বাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে - এবং এর পর পরই রয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো । একমাত্র ৮৫-৮৬ অর্থ বছরে শিলাখাতে সবচেয়ে বেশী ২৮টি প্রকল্প গৃহীত হইয়াছিল । তুলনামূলকভাবে সর্বনিম্ন সংখ্যক প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে কৃষু ও কৃষ্টি র খিল খাতে ।

প্রথম প্রস্তাব

উপসংহার

এই গবেষণা নিবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা ব্যবস্থা কিরূপ ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত কেসন এ বিষয়ে আলোকপাত করা। গবেষণার জরুরি কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে এবং উপসংহার কাজ শেষ হয়েছে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে। জরুরি চলাকালীন সময়ে দেখা গিয়েছে যে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে যে সমস্যা সমস্যা ও অসুবিধাগুলো বিদ্যমান ছিল সেগুলো এখনো রূপ নিয়েছে। তাই এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা সঙ্গত।

উপজেলা পরিষদের অফিসকক্ষ গুলোর স্থলায়তন ও প্রয়োজনীয় আসবাব ও অন্যান্য জিনিষপত্রের অভাব, এগুলো সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের সহায়ক নয়, এছাড়া রয়েছে কর্মকর্তাদের বাসস্থানের অভাব। এজন্য সরকারী কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ঢাকায় বসবাস করেন। ফলে সময়মত কর্মসম্পাদনে পৌঁছানোর ব্যাপারে তাদের বেধ অসুবিধা হয়। অবশ্য জরুরি চলাকালীন সময়ে পরিষদ কার্যালয়ের পার্শ্বই কর্মকর্তাদের জন্য বা স্থান নির্মাণাধীন ছিল।

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রয়েছে অনেক সমস্যা। মোট ১৬টি ইউনিয়ন খামরাই উপজেলার অন্তর্ভুক্ত। এগুলো অধিকাংশের সাথেই উপজেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কাজ তদারকসী ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। পর্যাপ্ত সংখ্যক নতুন রাশা সেতু ও ফলচার্ট নির্মাণের সাহায্যে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যাবে যার ফলে প্রতিটি ইউনিয়ন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ সহজতর হবে। এছাড়া কাজ তদারকসীর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক যানবাহনের ব্যবস্থা করলে উন্নয়ন কাজ সুষ্ঠুভাবে চললে বলে আশা করা যায়।

অতিরিক্ত কনিক্যাল স্টাফ এর অভাব সুষ্ঠু কার্যক্রমের আর একটি অনুরায়। প্রায় প্রতিটি বিভাগেই রয়েছে কর্মচারীর স্থলজ। কাজের অতিরিক্ততাই স্থল সংখ্যক কর্মচারী নিয়েই অফিসগুলোকে কাজ চালাতে হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি বিভাগ থেকেই জানা গিয়েছে যে, বরাদ্দকৃত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি খানা ভিত্তিক পুনর্গঠনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুব একটা কৃষি পায় বি।

গ্রন্থ একই পরিমাণ অর্থাৎ দুই বিত্তিই খাতে ভাগ করে দেয়া হচ্ছে।

উপজেলায় তহবিল হওয়াতে যদিও সুবিধা হয়েছে কিন্তু তহবিলের সিংহভাগই সরকারী অনুদানে পঠিত। সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর না করে স্থানীয় অর্থ সংস্থানের কেন্দ্রীয় করে তহবিল গঠন করলে আর্থিক সমস্যার কিছুটা সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন ধরনের সদস্যদের নিয়ে গঠিত। এদের মাঝে রয়েছেন সরকারী কর্মকর্তা, প্রতিবিধি সদস্য ও মনোনীত সদস্য। সবাইকে আবার দু'টো করে দলে ভাগ করা যায়। একটি দলের তোটাধিকার রয়েছে -অপর দলের নেই। পদমর্যাদা ও শিকাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈষম্য। এজন্য প্রতিটি অংশে বিরাজ করছে অসন্তোষ। যার ফলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। মনোনীত সদস্যগণের তোটাধিকার নেই এবং পরিষদের বৈঠকেও তাদের বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই। উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তে তাদের মতামত গ্রহীত হয় না। এ সমস্যা কারণে তাদের মধ্যে ফ্রিক্ট অসন্তোষ সৃষ্টি করা গিয়েছে। আবার অন্য দিকে সরকারী সদস্যগণের খারগা তারা প্রতিবিধি সদস্যদের চেয়ে অধিক দায়িত্ব পালন করছেন এবং শিকাগত যোগ্যতা ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে তাদের চেয়ে উচ্চতর অবস্থান করছেন অথচ তা সত্ত্বেও তাদের তোটাধিকার দেয়া হয়নি। এছাড়া উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়ন ও তদারকিতে সরকারী সদস্য গণই মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। এবং এজন্য তাদের পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে হয় কিন্তু প্রকল প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কোন মতামত নেই। এ সমস্যা বিষয় ছাড়াও শিকাগত ব্যাপ্যতার ব্যাপ্যারটিও আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

প্রতিবিধি সদস্যদের জন্য ন্যূনতম শিকাগত যোগ্যতার দাবী নির্ধারণ করে দিলে এই বৈষম্য কিছুটা দূর হবে বলে মনে হয়। এতে সরকারী সদস্যদের সাথে তাদের সম্পর্কেও উন্নতি ঘটবে। আবার অপর দিকে প্রতিবিধি সদস্য গণ জনগণের নির্বাচিত এবং পরিষদে তোটাধিকার রয়েছে। বলে উন্নয়ন প্রকল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও বেশী কমতা বাকী উচিত বলে মনে করছেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপ্যার সৃষ্টি করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের খারগা চেয়ারম্যান সমস্যা কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রণ করছেন আর চেয়ারম্যান মনে করেন তার হাতেই অধিক কমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত।

উপজেলায় কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাগণের অধিকাংশেরই অতিজ্ঞতা নেই। পুশিকণ বিহীন কর্মকর্তা ও কিছু সংখ্যক রয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজন আরও অতিজ্ঞতা সম্পন্ন, পুশিকণ প্রাপ্ত বাছাই করা কর্মকর্তা নিয়োগ। বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেট মুনেক নিয়োগের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা। এছাড়া কর্মকর্তাদের প্রদিকণ এরূপ হওয়া উচিত যাতে তাদের আচরণ ও মানসিকতা আরও গণমুখী হতে পারে।

উপজেলায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও সমস্যা বিরাজ করছে। কর্মকর্তাগণের উপর একদিকে তার নিজের বিভাগ অপেক্ষিকে উপজেলা পরিষদ এই দৈনিক নিয়ন্ত্রণের ফলে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রায়ঃসুবিধা দেখা দেয়। যার ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বা হত হয়।

উপজেলা পর্যায়ে আদালত প্রতিষ্ঠা একটি নতুন পদক্ষেপ। এখানে দেওয়ানী, কৌজদারী উভয় আদালত রয়েছে। এতে জনগণের এটুকুই সুবিধা হয়েছে যে, বিচারের জন্য তাদেরকে জেলা বা রাজধানীতে যেতে হচ্ছে না। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে ন্যায় বিচার ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া মামলার সংখ্যা খুবই স্তিমিত গণ্যেছে। কুর্বে গ্রাম্য সালিশী ব্যবস্থায় যে সমসু ছোট-খোট্ট বিবাদের নিষ্পত্তি হতো সেগুলো আদালতে আসছে। তবে দেওয়ানী আদালত উপজেলায় হওয়াতে জনগণের বেশ সুবিধা হয়েছে। তার জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদগুলো স্থানীয় পর্যায়েই মিটিয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু কৌজদারী আদালতের জন্য ব্যক্তিগত আবেদন বশতঃ মামলা দায়ের করাতে অপ্রয়োজনীয় জনগণ রুয়রানীর শিকার হচ্ছে। কৌজদারী আদালত জেলা পর্যায়ে থাকলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে মনে হয়।

এছাড়া উপজেলায় বিভিন্ন অফিস স্থাপিত হওয়াতে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পুর হওয়াতে একটি কর্ম বিমুখ টাউন্ট শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। উৎকোচ গ্রহণ ও কমতার অপব্যবহারও বেড়েছে। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ বা ধার্ম সৃষ্টি করে অনেক সময় প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও স্থানীয় কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির কোন রূপ অসুবিধা হলে তার বাস্তবায়ন হয় না।

আর একটি লক্ষ্যীয় বিষয় হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও তার দলীয় বা সমর্থক সদস্যদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। চেয়ারম্যান নিজ দলীয় সদস্যদের সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করেন অন্য দলীয় উন্নয়ন মতামতের সদস্যদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেন না। এর ফলে প্রতিবিধি সদস্যদের যা খেও রয়েছে - সমঝোতার অভাব এবং অসন্তোষ।

উপজেলার কার্যাবলীকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি সংরক্ষিত ও অপরটি হস্তান্তরিত বিষয়। সংরক্ষিত বিষয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আর হস্তান্তরিত বিষয় উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই দু'টি বিষয় নিয়ে কিছু কিছু সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন-সংরক্ষিত বিষয় যদিও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের এখতিয়ারভুক্ত কিন্তু এগুলোর সিদ্ধান্ত উপজেলা পরিষদেরই হওয়া উচিত। এছাড়া যেহেতু সংরক্ষিত বিষয় উপজেলা ^{নির্বাহী} অফিসারের এখতিয়ারভুক্ত এবং হস্তান্তরিত বিষয় চেয়ারম্যানের এখতিয়ারভুক্ত কাজেই চেয়ারম্যান কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বার্ষিক সোপান রিপোর্ট লিখার যৌক্তিকতা কতখানি এটিও বিবেচনা সাপেক্ষ।

এছাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার টেক্সটার কমিটির চেয়ারম্যান। কিন্তু উপজেলা পরিষদের সদস্য বন্য এবং টেক্সটার কমিটির সিদ্ধান্ত বা মতামত উপজেলা পরিষদের গৃহীত হয় না। আবার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্টাফ অফিসার কিন্তু এই বিষয়টিও নিয়ন্ত্রণ করছেন চেয়ারম্যান ক এ সমস্যা সমস্যা সমাধানের জন্য কাজের স্মৃতি বকন, সমন্বয়, সমঝোতা ও কাজের এলাকা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

উপজেলা বাবসহ সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রতিটি উপজেলার চাহিদা ও অবস্থার ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গৃহীত হওয়া উচিত। কারণ সকল উপজেলার চিত্র এক নয়। সকল উপজেলারই একই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে, একই ধরনের উন্নয়ন খাত সৃষ্টি করে প্রতি খাতে একই পরিমাণ বরাদ্দ শিহর করে পরিকল্পনা কমিশন থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন উপজেলার ব্যাপ্তন, ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের - তাই খাতভেদে ও খাতওয়ারী বরাদ্দ বিদিশ্ট উপজেলায় প্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হওয়া উচিত।

- ১। Wilber, Charls k.(ed), Political Economy of Development and Under Development, Random House, Newyork, 1973(1st ed) & 1985(3rd ed).
- ২। Learnur, Deniel & Pevsner, W,Lucille, The Passing of Traditional Society, Illinois Free Press, Glencoe, 1958.
- ৩। Rostow, W.W. The Stages of Economic Growth, Cambridge University Press, 1968.
- ৪। Hagen, Everett E. On the Theory of Social Change, Cambridge University Press, 1968.
- ৫। Montgomery and Siffin(ed), Approaches To Development, Megrow Hill Book Company, Newyork, 1966.
- ৬। World Development, Vol-9, 1981.
- ৭। Rural Development in Asia and The Pacific, Papers and Proceedings of the ADB Regional Seminar on Rural Development, Manila, Philippines, 15-23 October, 1984. Vol.1 & Vol.2.
- ৮। Inayetullah(ed), Approaches to Rural Development, Asian and Pacific Development Administrative Centre, Kuala Lumpur, Malayasia, 1979.
- ৯। Griffin, Keith, The Economy of Agrarian Change: An Essay on the Green Revolution, Cambridge, Harvard University, 1974.
- ১০। Sulten, K.M.Tipu, Problems of Rural Administration in Bangladesh, Bangladesh Academy for Rural Development, Kotbari, Comilla, 1974.
- ১১। Khan, Mohammad Mohabbat and Zaforullah, Habib Mohammad (ed), Rural Development in Bangladesh, Centre for Administrative Studies, Dhaka, 1981.

- ১২১ Saxena, A.D.(ed), Administrative Reform for Decentralized Development, Asian and Pacific Development Administrative Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, 1980.
- ১৩১ Caiden, Gerald, Administrative Reform, Chicago, Aldine Publishing Co., 1969.
- ১৪১ Maddick, Henry, Democracy Decentralization and Development, Bombay, Asian Publishing House, 1963.
- ১৫১ Abdullah, Mohammad Mahiuddin, Rural Development in Bangladesh Jahen Publications, Mohammadpur, Dhaka, 1981.
- ১৬১ Cheema, G. Shabbir And Rondinelli, Dennis.A.(ed) Decentralization and Development, Sage Publications, Beverly Hills, London/New Delhi, 1983.
- ১৭১ Hye, Hasnat Abdul(ed) , Decentralization Local Institutions and Resource Mobilisation, Bangladesh Academy for Rural Development, Kotbari, Comilla, Bangladesh, 1985.
- ১৮১ Ahmed , Emajuddin, Development Administration: Bangladesh, Centre for Administrative Studies, Dhaka, Bangladesh, 1981.
- ১৯১ Ahmed, Ali, Administration of Local Self Government for Rural Area in Bangladesh, Local Government Institute, Dhaka, 1979.
- ২০১ Khan, Mohammad Mohabbat, Administrative Reform Theoretical Perspective, Centre for Administrative Studies, Dhaka, 1981.
- ২১১ Ali, Shawkat, Field Administration and Rural Development in Bangladesh, Centre for Social Studies, Dhaka University, 1982.
- ২২১ Siddique, Kamal, Local Government in Bangladesh, National Institute of Local Government, Dhaka, 1984.
- ২৩১ Anissuzzaman, Md. The Circle Officer . A study of His Role, Dhaka, NIPA, 1983.

- ২৪। Ali A.M.M. Shawkat, Politics, Development and Upazila, National Institute of Local Government, Dhaka, 1980.
- ২৫। Hayder, Yusuf, Development the Upazila Way, Dhaka Prakashan, 1986.
- ২৬। The Journal of Local Government, Vol-15, No-2, July-December, 1986.
- ২৭। The Journal of Local Government, Special Issue on Upazila, 1986.
- ২৮। The Journal of Local Government, Vol-14, No-1, 1985.
- ২৯। Local Government Quarterly, Vol-No10, Issue No-1-2, 1981.
- ৩০। Publica, a bi-Annual Journal of Administrative Affairs, Vol-1, No-1 1984.
- ৩১। The Journal of Local Government, Vol-11, No-1, 1982.
- ৩২। Upazila Statistics, Vol-one, Bangladesh Bureau of Statistics Statistics Division, Ministry of Planning, January, 1985.
- ৩৩। Manual on Upazila Administration, Vol-1, Vol-2, Vol-3.
- ৩৪। উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৬।
- ৩৫। মিয়া মুহম্মদ আহিযুব, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা গুণাগণন, ২১/১১
প্যারিসিস রোড, ঢাকা, ১৯৮০।
- ৩৬। সুনির্ভর গ্রাম সরকার ম্যানুয়েল, নোকান গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট সহায়িত্ব সরকার পরী
উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ১৯৮০।
- ৩৭। উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশমালা, পত্রিকালনা মন্ত্রণালয়, পত্রিকালনা কমিশন,
চুলাই, ১৯৮৫।